মুজিববর্ষ সংখ্যা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
DoICT

বর্ষ ০৪
সংখ্যা ০১
মার্চ ২০২০

আইসিটি নিউজলেটার

গুজবে কান দেবেন না : প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিবেদক

সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে কোথাও কোনো কিছু শেয়ার বা মন্তব্য না করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) 'তৃতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯' সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'কোনো পোস্ট শেয়ার করতে গেলে আগে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে সেটা কতটুকু সত্য না মিথ্যা'।

'গুজবে কান দেবেন না। সেটা ছোঁয়াও উচিত না, হাত দেয়াও উচিত না। তাতে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, সমাজের ক্ষতি হয়, ব্যক্তির ক্ষতি হয়, বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়' বলছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

সাইবার নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটি সুযোগ যেমন 'তৈরি করে অনেক সময় সমস্যাও সৃষ্টি করে' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ইন্টারনেট ব্যবহার করতে গেলে বা বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করতে গেলে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের জিনিস চলে আসে। সেগুলো ফিল্টার করার ব্যবস্থা করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অনেকে কারও বিরুদ্ধে বলতে গেলে এমন একটা অ্যাপ তৈরি করে ছেড়ে দেয় ওটা দেখলে একটা মানুষের সত্যিই ক্ষতি হয়। পরে দেখা যায় ওটা সম্পূর্ণ ভুয়া।'

'একটা কিছু আসলো, অমনি সেটা শুনে সেখানেই রিয়্যাক্ট করা বা সেটা শুনেই কোনো কিছু করা সেটা ঠিক না। সঠিক তথ্যটা যাচাই করে নেওয়া দরকার। তাহলে এটা সমাজের জন্য, ব্যক্তি জীবনের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।'

সাইবার নিরাপত্তা অপরাধ সম্পর্কে অভিভাবক, শিক্ষকসহ সর্বস্তরের সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বাচ্চাদের হাতে মোবাইল তুলে দিচ্ছেন, কী দেখছে তারা সেখানে নজরদারি থাকতে হবে। মোবাইলে আসক্তিতে কোনো তরুণ, শিশু-কিশোর যেন না পড়ে।

সম্মাননা প্রদানের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক।

অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশেষ প্রতিবেদক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)"-এর সম্প্রতি প্রাপ্ত অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। গত ২০ জানুয়ারি সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে অ্যাওয়ার্ডটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে হস্তান্তর করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি । এসময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অর্জনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ ধরনের আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেশের সকলকে অনুপ্রাণিত করবে। বাংলাদেশের আইসিটি খাতকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলকে অভিনন্দন জানান। এর আগে গত ১৪ জানুয়ারি, ২০২০ মঙ্গলবার আগারগাঁও-এ আইসিটি টাওয়ারের সম্মেলনকক্ষে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ iDEA প্রকল্প কর্তৃক অর্জিত আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পাওয়ায় সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। গত ১২ নভেম্বর ২০১৯ মালয়েশিয়ায় ২০১৯ ASOCIO-PIKOM DIGITAL SUMMIT-G অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড পায় "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)"। তথ্যপ্রযুক্তিতে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎত্তম সংগঠন "এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও)" আইসিটি এডুকেশন ক্যাটাগরিতে আইসিটি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য এই আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

"স্টার্টআপ বাংলাদেশ" ব্যানার নিয়ে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে iDEA প্রকল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব

ওয়াজেদ জয় গত ২৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করেন "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি"। তাঁরই সুপরামর্শ ও সঠিক নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি আইসিটি খাতে প্রশিক্ষণ ও মেন্টরিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরিসহ ফান্ডিং, লিগ্যাল সাপোর্ট, গ্রুমিং-এর মাধ্যমে দেশিয় উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে প্রকল্পটি–যার স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার অর্জন করে।

অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক সম্মাননা দেওয়ায় অ্যাসোসিও, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এবং অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড নির্বাচন কমিটির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন স্টার্টআপ বাংলাদেশ- iDEA-এর পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মজিবুল হক।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের মহান স্থপতি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর
জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্গবন্ধু সূচি

১৯২০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ।

জমি ও নৌকাবহরের সূত্রে মোগল ও নবাবী আমলে শেখ পরিবার সম্পদশালী ছিল। পরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কোম্পানি আমলে মধ্যবিত্ত পেশাজীবীর জীবন-যাপন। বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমান

দেওয়ানি আদালতে সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁর মা সায়েরা খাতুন।

১৯৩৪

মুজিবের লেখাপড়ার শুরু স্থানীয় এম.ই.স্কুলে। চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন বাবার কর্মস্থল গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। খেলাধুলা, গান, ব্রতচারি করতেন। সপ্তম শ্রেণিতে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত। কলকাতাসহ নানা জায়গায় দু'বছর ধরে চিকিৎসা চলে।

১৯৩৬

মাদারীপুর হাই স্কুলে আবার সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি। কিন্তু চোখে গ্লুকুমা গুরুতর হলে কলকাতায় গিয়ে দু'চোখের অপারেশন করাতে হয়। তারপর থেকেই চশমা পরা। মাদারীপুরে যোগ দেন ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে।

১৯৩৭

মিশন স্কুলে ভর্তি। শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ শহরে বাড়ি করেন। হামিদ মাস্টারের সঙ্গে মুসলিম সেবা সমিতি গঠন করে মুষ্টিভিক্ষা নিয়ে মুজিব মুসলমান ছাত্রদের বই ও পরীক্ষার ফিসের খরচ দিতেন।

১৯৩৮

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক, শ্রমমন্ত্রী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী গোপালগঞ্জ সফরে এলে মুজিব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্ব পান। সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী মিশন স্কুল পরিদর্শনে এলে মুজিব তাঁর সুদৃষ্টিতে পড়েন। কলকাতায় ফিরে সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী মুজিবকে চিঠি লেখেন। গোপালগঞ্জে হিন্দু মহাসভার সভাপতি এক মুসলমান ছাত্রকে আটকে রাখলে মুজিব দলবল নিয়ে তাকে মুক্ত করেন। এ-ঘটনার জের ধরে খুনের চেষ্টার অভিযোগে মুজিবের ৭ দিন হাজতবাস।

১৯৩৯

কলকাতায় সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী ও ছাত্রনেতা আবদুল ওয়াসেকের সঙ্গে দেখা করে গোপালগঞ্জে ফিরে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন। মুজিব তার সম্পাদক। তিনি মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটিরও সম্পাদক হন।

১৯৪১

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। কলকাতায় মুসলিম লীগের কার্যক্রমে এবং নাটোর ও বালুরঘাটের উপনির্বাচনে প্রচারণায় সক্রিয়।
ফরিদপুরে ছাত্রলীগ জেলা সম্মেলনের আয়োজন। ১৪৪ ধারা জারি করে সম্মেলন বন্ধ। মুজিবের নেতৃত্বে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ হুমায়ুন কবির ও ইব্রাহিম খাঁ-কে নিয়ে সম্মেলন হয় হুমায়ুন কবিরের বাড়িতে।

পরবর্তী অংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**-এঁর জন্মশতবার্ষিকীতে নিউজলেটার সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমাদের এ-সংখ্যাটি জাতির পিতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনে **মুজিববর্ষ সংখ্যা**। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রণয়নে আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধুর কন্যা **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার** ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র **সজীব ওয়াজেদ জয়**-এর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। তাঁর সরাসরি কর্মপরিকল্পনায় আমরা পথ চলি। আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সুযোগ্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক-এর সার্বক্ষনিক অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা সহযোদ্ধা হয়ে আইসিটি অধিদপ্তর ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নের বীজ রোপণের পথে নিরন্তর পথিক।

গোটা বিশ্ব যখন অ্যানালগে পড়েছিল, ঠিক তখনই সত্তরের দশকে আমাদের জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে বেশ জোর দিয়েছিলেন। তখনই তিনি একটি বিজ্ঞানমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিনকে। তারই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবের পথ ধরেছে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার** সুযোগ্য নেতৃত্বে।

সর্বশেষে আবারো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি একটি পতাকা, একটি মানচিত্র, একটি জাতীয় সংগীত, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও একটি রাষ্ট্রের স্রষ্টা **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।**

হাজারো তরুণের ইন্টারনেট সুরক্ষার শপথ

বিশেষ প্রতিবেদক

ইন্টারনেটকে সুরক্ষিত রাখতে, নিজে নিরাপদ থাকতে, অন্যকে নিরাপদ রাখতে শপথ করেছেন হাজারো তরুণ।

জাতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' আয়োজন থেকে উপস্থিত তরুণরা এমন শপথ করেন।

কনসার্টে প্রধান অতিথি থেকে বৃহস্পতিবার রাতে এমন শপথ পাঠ করান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল।

তার আগে বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের যে ডিজিটাল বাংলাদেশ আয়োজনের প্রতিপাদ্য 'সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে' সেটিকে মাথায় রাখতে হবে। না জেনে বুঝে ইন্টারনেটে থেকে কোনো কিছু শেয়ার করা যাবে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এটি ফৌজদারি অপরাধ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেন, ইন্টারনেটকে নিরাপদ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করতে হবে। আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমরা ইন্টারনেটে এমন কোনো কিছু শেয়ার করবো না যার ফলে অন্য কেউ অসুবিধায় পড়েন, ক্ষতিগ্রস্থ হোন।

তিনি বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে তরুণ প্রজন্মকে নিয়েই এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশে ইন্টারনেট লিটারেসি খুবই প্রয়োজন। আমাদের তরুণদের এটা সম্পর্কে আরও জানতে হবে। এখন ফেক নিউজ খুবই ক্ষতিকর। তরুণরা সেসব বিষয় যাচাই করেই কোনো কিছু শেয়ার করবেন।

পুলিশ মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটোয়ারী বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, আপনারা দেখেছেন কক্সবাজারের রামু, সম্প্রতি ভোলায় কি হয়েছে। এটা অনেকেই না জেনে বুঝে শেয়ার করেছেন ফেইসবুকে। আর ক্ষতিটা হয়েছে সমাজের, মানুষের। ইন্টারনেট আমাদের খুবই প্রয়োজন। তাই কোনো কিছু শেয়ারে আগে তা যাচাই করতে হবে। অযথাই অপরাধে জড়িয়ে পড়া যাবে না কোনো কিছু শেয়ার করে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন। শপথ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি কে এম রহমতুল্লাহ, সংসদ সদস্য ও সংগীতশিল্পী মমতাজ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী মফিজুর রহমানসহ আরও অনেকেই।

বঙ্গবন্ধু সূচি

১৯৪২

ভর্তি হন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। আবাস বেকার হোস্টেল। পরের তিন বছর ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের একচ্ছত্র নেতৃত্ব ছিল মুজিবের হাতে।
বেগম ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে বিবাহিত জীবনের শুরু। তবে তাঁদের বিয়ে রেজিস্ট্রি হয় আগেই।

১৯৪৩

আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক হলে তাঁর নেতৃত্বে সোহ্‌রাওয়ার্দী-র অনুসারিদের মুসলিম লীগকে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রয়াস। নাজিমুদ্দীন অনুসারিদের বিপরীতে মুজিব লীগের কাউন্সিলর হন।

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় সোহ্‌রাওয়ার্দী বঙ্গীয় সরকারের সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের মন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা খুলতে মুজিবুর রহমানের অগ্রণী ভূমিকা। বাংলার বিভিন্ন মহকুমায় রিলিফ পাঠাতে সার্বক্ষণিক কাজ।
তমিজুদ্দিন খান, খাজা শাহাবুদ্দিন, আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, হবীবুল্লাহ বাহার প্রমুখকে নিয়ে গোপালগঞ্জে সম্মেলন। মুজিব অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান।
দিল্লীতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ মম্মেলনে ডেলিগেট হিসেবে যোগদান।

১৯৪৪

আবুল হাশিম ও কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিসের সম্পাদনায় 'মিল্লাত' প্রকাশ। সোহ্‌রাওয়ার্দীর আনুকূল্যে এ-প্রকাশনায় ছাত্রনেতা মুজিব ব্যবস্থাপনা ও বিপণনে স্বেচ্ছাশ্রম দেন।

১৯৪৫

মুসলিম লীগের নির্বাচনী অফিস ও কর্মীশিবির খোলার জন্য কলকাতা ছেড়ে ফরিদপুর চলে এলেন।

১৯৪৬

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুজিবের দিল্লীর মুসলিম লীগ কনভেনশনে যোগদান।
সম্মেলনে আবুল হাশিম অনুসারিদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জিন্নাহ-লিয়াকতের চতুরতায় লাহোর প্রস্তাবের 'স্টেট্‌স' শব্দটি পরিবর্তন করে 'স্টেট'-এ রূপান্তর। ১৬ আগস্টকে 'ডাইরেক্‌ট অ্যাকশন ডে' ঘোষণা। গাড়িতে মাইক লাগিয়ে কলকাতা শহরে মুজিবের প্রচারণা।
১৬ আগস্ট সকালে ছাত্রনেতা নুরুদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে শেখ মুজিবের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন।
১৬ আগস্ট থেকে কলকাতায় ৩দিনের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মুজিবের নেতৃত্বে লীহ অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের আশ্রয়কেন্দ্র খোলা।
কিছু হিন্দু-পরিবারকেও নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠান তিনি।
নুরুদ্দিন ও নূরুল হুদাকে নিয়ে ঠেলাগাড়ী ঠেলে নিজেই বিভিন্ন শিবিরে চাল সরবরাহ করেন।
নোয়াখালী, ঢাকা ও বিহারে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ছাত্রনেতা জহিরুদ্দিন, নুরুদ্দিন ও কয়েকজন ডাক্তার নিয়ে মুজিবের পাটনা গমন। পাটনা থেকে হাজারখানেক শরণার্থী নিয়ে ট্রেনযোগে মুজিবের আসানসোল গমন ও ক্যাম্প স্থাপন। কয়েকটি ক্যাম্পে প্রায় ২৫ হাজার লোকের খাদ্য, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে মাসখানেকের মধ্যে মুজিব অসুস্থ।

১৯৪৭

কলকাতায় ফিরে অধ্যক্ষ জুবেরীর বিশেষ অনুমতি নিয়ে মাস কয়েক পড়ে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পাশাপাশি বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির ঘোষণা। বাংলার মুসলিম লীগ নেতারা অবিভক্ত বঙ্গের পক্ষে আন্দোলন শুরু করলে মুজিব সভা সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার গণভোটে কর্মীদল নিয়ে সিলেট যান মুজিব। করিমগঞ্জের জনসভায় সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে বক্তৃতা।
বাংলার মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে বঞ্চিত করে নাজিমুদ্দীনকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত। সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করেন মুজিব। ঈদের দিনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

দেশবিভাগের পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় ১৫০ মোগলটুলীতে লীগ অফিসে রাজনীতি শুরু।
২৮ সেপ্টেম্বর মুজিবের প্রথম সন্তান শেখ হাসিনার জন্ম।
অক্টোবরে ঢাকায় শামসুল হক, আতাউর রহমান খান, কমরুদ্দিন প্রমুখকে নিয়ে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন।
বরিশালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বানে জনসভায় সোহ্‌রাওয়ার্দী, প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখের সঙ্গে মুজিবের অংশগ্রহণ। আইন পড়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি। একই সঙ্গে মাসে ৩০০ টাকা বেতনে কলকাতার 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার পূর্ববাংলার প্রতিনিধির দায়িত্ব।

১৯৪৮

'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'-এর বিপরীতে ৪ঠা জানুয়ারি ফজলুল হক মুসলিম হলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন, নইম উদ্দিন আহ্বায়ক। শাখা গঠনের লক্ষ্যে জেলাগুলোতে মুজিবুর রহমান সফর।
মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে মওলানা আকরম খাঁকে প্রধান করে নতুন কমিটি ঘোষণা।
মুজিবুর রহমানের উদ্‌যোগে ১১২ জন সদস্যের দস্তখত নিয়ে রিকুইজেশন সভা আহ্বান করার দাবি।

পরবর্তী অংশ তৃতীয় পৃষ্ঠায়

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি

বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা না-করার ষড়যন্ত্র রুখতে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন।

১১ মার্চ ঢাকায় হরতাল পালন। ইডেন বিল্ডিং, জি.পি.ও প্রভৃতি স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ। শামসুল হক, অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রায় শ'খানেক গ্রেফতার এবং ঢাকা জেলে বন্দি। সারাদেশে ভাষা আন্দোলন। গণদাবির মুখে সরকার মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪৯

শেখ মুজিবকে আহ্বায়ক করে জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সভা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী ও ছাত্র ধর্মঘট। রাতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ। মুজিবের নেতৃত্বে সলিমুল্লাহ্ হলে ছাত্রদের হল ত্যাগে অস্বীকৃতি। মাসখানেকের মধ্যে মুজিবসহ ২৭ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার। বন্ড ও জরিমানা দিয়ে ছাত্রত্ব ফিরিয়ে নিতে মুজিবের অস্বীকৃতি। ছাত্রধর্মঘট আহ্বান। ১৮ মার্চ আইন বিভাগে অবস্থান ধর্মঘট। বিকেলে শেখ মুজিবসহ ছাত্রদের উপাচার্য ভবনের নিচতলা দখল। পরদিন মুজিবসহ ৯ নেতা গ্রেফতার। ঢাকার রোজ গার্ডেনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন। শেরে বাংলা, ভাসানীসহ পূর্ব বাংলার জননেতারা যোগ দেন। ভাসানী সভাপতি এবং শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক। জেলে বন্দি অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত। কয়েকদিন পর কারামুক্তি এবং গোপালগঞ্জ গমন। সেখানে জনসমাবেশের ওপর ১৪৪ ধারা জারি হলে মসজিদ প্রাঙ্গণে সভা। মসজিদের মধ্যেও ১৪৪ ধারা জারি ও তাঁকে গ্রেফতার। জনতা কর্তৃক লাঠি বৈঠা নিয়ে মসজিদ ঘেরাও। জনগণকে শান্ত করে মুজিবের অদূরবর্তী আদালতে গমন এবং রাতে জামিন। আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভা। ভাসানীর সভাপতিত্বে শেখ মুজিবের বক্তৃতা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর ঢাকা সফরকালে দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতিবাদে আরমানিটোলায় জনসভা ও ভুখা মিছিল। মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস। মুজিব লাঠির আঘাতে অজ্ঞান। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় মোগলটুলী অফিসে আশ্রয়। অফিসে পুলিশি-হামলা। তিনতলা থেকে লাফিয়ে পার্শ্ববর্তী দোতলা ভবন দিয়ে প্রথমে মৌলভীবাজারে ও পরদিন মোগলটুলীতে আত্মগোপন। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা বাড়ি ঘেরাও করলে মুজিবের অন্তর্ধান এবং ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষৎ। পুলিশের চোখ এড়িয়ে ঢাকা থেকে স্থলপথে ভারত হয়ে লাহোর গমন। ইফতিখার উদ্দিনের বাসায় আতিথি। নবাব মামদোতের বাসায় সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

সীমান্ত প্রদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনে মুজিবের প্রস্তাব। একমাস পর বিমানে লাহোর থেকে দিল্লী হয়ে ট্রেনে কলকাতা। রানাঘাট ও যশোরে গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কুলির ছদ্মবেশে জাহাজঘাটা দিয়ে খুলনায় প্রবেশ। পরদিন সাহেবী পোশাকে ছদ্মবেশে জাহাজ ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে জাহজে উঠে গোপালগঞ্জ।

সপ্তাহখানেক পরে ঢাকার পথে যাত্রা। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য সপরিবারে হাঁটাপথ, নৌকা, লঞ্চ ও ফেরি ধরে মুন্সিগঞ্জ হয়ে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে ট্যাক্সিযোগে মোগলটুলী গমন। ডিসেম্বরে খাজে দেওয়ানের বাসা থেকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার ও ঢাকা জেলে বন্দি।

১৯৫০

মামলার রায়ে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। ঢাকা জেলে সুতাকাটার কাজ। নতুন নতুন মামলার জন্য শেখ মুজিবকে বার বার গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর ও খুলনা জেলে স্থানান্তর।

১৯৫১

ডিটেনশন অর্ডার ছাড়াই খুলনা জেলে আটকে রাখলে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি। গোপালগঞ্জে প্রেরণ ও জামিন লাভ। মুক্তি উপলক্ষে শেখ মুজিবকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা। বাড়ি রওনা দেওয়ার আগেই পুনরায় গ্রেফতার। মামলার জন্য ফরিদপুর গোপালগঞ্জ যাতায়াত। স্বাস্থ্যের অবনতি।

১৯৫২

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ঢাকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা। ঢাকা মেডিকেলে বন্দি অবস্থায় কর্মীদের সঙ্গে আন্দোলন নিয়ে শেখ মুজিবের আলোচনা। ফরিদপুর জেলে বদলি। শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন আহমদের আমরণ অনশন।

টিউব দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর ফলে মুজিবের নাকে ঘা ও রক্তপাত। সপ্তাহখানেকের মধ্যে শারীরিক অবস্থার ভীষণ অবনতি। ইতোমধ্যে ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের ঘটনা। ২৮ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের মুক্তি লাভ।

আওয়ামী মুসলিম লীগের কার্যক্রমে সক্রিয়। শেখ মুজিবের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ।

পরবর্তী অংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত। তখন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদাই অগ্রাধিকারে থাকার কথা। এ ছাড়া তখনও গোটা বিশ্ব অ্যানালগ যুগে পড়ে আছে। কিন্তু তখনই সেই সত্তরের দশকে, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। তখনই তিনি একটি বিজ্ঞানমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিনকে। তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন, যাতে করে বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ের মধ্যে টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে। বেতবুনিয়ায় স্থাপন করেছিলেন ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর সেই পথ ধরেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশনের পথে চলছে। চলছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে।

বাংলাদেশ অনেক আগেই ৬ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের ওপরে। অনেকেই প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশের এই দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ম্যাজিক বা রহস্য কী? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতি-কৌশল। এ নীতি শুধু দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে নয়, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করায় বড় অবদান রাখছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতি-কৌশল প্রয়োগের কারণে ২০১১ সালে প্রবল বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার (২০০৮ সাল থেকে যার শুরু) মধ্যেও দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধারা অব্যাহত থাকে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। আর্থিক প্রযুক্তির বর্ধিত ও বহুমাত্রিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নসূচকে শক্ত অবস্থান তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির কারণে অর্থ ব্যবস্থায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটছে, যা মূলত টেকসই উন্নয়নের অনুঘটক।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের চারটি স্তম্ভ রয়েছে। এর দ্বিতীয় স্তম্ভে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়। এতে বলা হয়, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থপূর্ণভাবে নাগরিকদের সংযুক্ত করার কথা। অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা সহজলভ্য করে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন। ব্যাপকভিত্তিক ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের

মাধ্যমেই এটা সম্ভব। এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় নীতিমালা ও অবকাঠামো তৈরির। সে জন্য ২০০৯ সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রথমে নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর বাস্তবায়ন শুরু হয় গ্রাম থেকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর গভীর উপলব্ধি থেকেই 'বটমআপ অ্যাপ্রোচ' পদ্ধতি অনুসরণ করে তৃণমূল থেকে ডিজিটালাইজেশনের কার্যক্রম শুরু করেন। এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং এবং সাহসী উদ্যোগ গ্রহণের মূলে কাজ করেছে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়ে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো। যে কোনো সমাজ বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ করে দেওয়া হলে তা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন হিসেবেই বিবেচিত হয়। আমাদের দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের বাস গ্রামে। শহরের পাশাপাশি গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য সাড়ে চার হাজারেরও বেশি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন করা হয়। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ওয়ার্ড মিলে বর্তমানে ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৫৮৬৫টি। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেওয়া হয় ইউনিয়নগুলোতে। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা, দ্বীপ এমনকি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মহেশখালী দ্বীপের মানুষ ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি সেবা পাচ্ছে। হাওর এলাকার মানুষকে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুর্গম এলাকার ৭৭২টি ইউনিয়নে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে 'কানেক্টিং বাংলাদেশ' প্রকল্পের। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ঘোষণার আগে গ্রামে বসে ডিজিটাল সেবা পাওয়ার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। অথচ আজ শুধু ডিজিটাল সেন্টার থেকেই ১৫০ ধরনের সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ৪৫ লাখ কোটি সেবা প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৯৯ শতাংশ এখন মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজের আওতায়। মোবাইল ফোন গ্রাহকসংখ্যা ১৬ কোটি ৪১ লাখ ৭০ হাজারে উন্নীত হয় (অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত)। একই সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ কোটি ৯৫ লাখ ৬৫ হাজার।

আমানত ও ঋণের মতো মৌলিক আর্থিক সেবাপ্রাপ্তি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির অন্যতম নির্ণায়ক। আর্থিক ব্যবস্থায় সব শ্রেণির মানুষের অন্তর্ভুক্তির টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক সেবার বাইরে থাকা প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষকে আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় আনার জন্য ২০১১ সালে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগের দ্রুত বাস্তবায়ন হওয়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে গেছে গ্রাম, দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায়। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করছে। মোবাইল ব্যাংকিং এখন অলটারনেটিভ পেমেন্ট চ্যানেল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ২০১৯ সালের নভেম্বরে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা লেনদেন দেয়। মোবাইল ব্যাংকিংয়ে নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা ৭ কোটি ৫৫ লাখ।

বাংলাদেশের মূলধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে সহজ ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করা হয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে গ্রাহকসংখ্যা ৫২ লাখ এবং গ্রাহকরা ৭ কোটি টাকা জমা রাখেন। দেশের ৩৮০০ ডিজিটাল সেন্টারে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু আছে। বিভিন্ন ব্যাংক সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১০ লাখেরও বেশি মানুষকে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে (ইএফটি) ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রমে মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংকিং যুগান্তকারী ঘটনা এবং এর সুফলভোগীদের বেশিরভাগের বাস গ্রামে। ই-গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণ এবং সরকারের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারঅপারেবল (আন্তঃপরিবাহী) করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্মার্টকার্ড, ইউনিক আইডির বায়োমেট্রিক ডাটাবেইজ সেবা প্রদানকে সহজ করেছে। সরকার ইতোমধ্যে ১০ কোটি ডিজিটাল আইডি প্রদান করেছে। মানুষের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জাতীয় তথ্য-বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে এ তথ্য-বাতায়নে ৪৫ হাজার ওয়েবসাইট ও সরকারি বিভিন্ন সেবা রয়েছে। ৬শ'রও বেশি সরকারি সেবা ডিজিটাইজড করে তাতে নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়নের ফলে জাতিসংঘের ই-গভর্মেন্ট সূচকে বাংলাদেশের বড় উত্তরণ ঘটে ২০১৮ সালে। জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের ই-গভর্মেন্ট কার্যক্রম নিয়ে দুই বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা শেষে ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, ডেভেলপমেন্ট সূচকে বাংলাদেশ এগিয়েছে ৯ ধাপ আর ই-পার্টিসিপেশন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের ৩৩ ধাপ উন্নতি হয়।

> সেই সত্তরের দশকে, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। তখনই তিনি একটি বিজ্ঞানমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিনকে।

ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম আরও ব্যাপকভিত্তিক করার পরিকল্পনার কথা মানুষ জানতে পারে ২০১৮ সালে জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে। এ বছরের ১৯ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা দলের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণায় 'আমার গ্রাম, আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ' অংশে গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্য ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। এতে বলা হয়, শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হবে। আগামী পাঁচ বছরে দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। পাঁকা সড়কের মাধ্যমে সব গ্রামকে জেলা-উপজেলা শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। ছেলেমেয়েদের উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি করা হবে। কর্মসংস্থানের জন্য জেলা-উপজেলায় কলকারখানা গড়ে তোলা হবে। ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তি সর্বত্র পৌঁছে যাবে। সুপরিকল্পিতভাবে 'আমার গ্রাম- আমার শহর' কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তি সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার মধ্যদিয়ে তথ্যপ্রযুক্তিতে সব মানুষের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে নাগরিক অধিকার ও নাগরিক আধুনিক সব সুবিধা, বিশেষ করে তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ায় অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি। রূপকল্প-২০২১-এর অবিচ্ছেদ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ। এর বাস্তবায়ন দেশের মানুষের সামনে সম্ভাবনার তোরণ দুয়ার খুলে দিয়েছে।

এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ২০১৫ সালেই বিশ্বব্যাংকের নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একটি জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, পরামর্শ ও তদারকিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সাফল্য ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং রূপকল্প-২০৪১-এ উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথকে মসৃণ করবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ব্যাপকভিত্তিক ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর পাশাপাশি উন্নয়নকে করবে টেকসই।

লেখক : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

ডিজিটাল উদ্ভাবন কার্যক্রমে রাজবাড়ীর সাফল্য

দিলসাদ বেগম

জেলা প্রশাসন সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে সবচেয়ে নির্ভরশীল ও পরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান। রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হচ্ছে জেলা প্রশাসন।

রাজবাড়ী জেলা প্রশাসনের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ তথ্য বাতায়ন, Rajbari Sustainable Development Goals Club নামে ফেসবুক গ্রুপ পেইজ, DC Rajbari নামে ফেসবুক পেইজ, মুজিববর্ষ কর্নার, ডিজিটাল রেকর্ডরুম, ফ্রন্ট ডেস্ক/জেলা ই-সেবা কেন্দ্র, আইসিটি শাখা, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেলসহ ডিজিটাল সেবাসমৃদ্ধ বিভিন্ন শাখা। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেসির রয়েছে ই-মোবাইল কোর্ট। এছাড়া জেলা প্রশাসক জনগণের দুঃখ-কষ্ট ও বিভিন্ন অভাব অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সপ্তাহের প্রতি বুধবার গণশুনানীর মাধ্যমে জনগণের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করে থাকেন।

সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মান এবং আধুনিক জনমুখী নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসন ইতোমধ্যে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা ও তিন বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কাজ করে যাচ্ছে। নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন নিশ্চিতকল্পে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার চর্চাকে ইতিবাচকভাবে সমুন্নত করতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম সহজতর করতে অফিসে ওয়াইফাই সংস্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ডিজিটাল উদ্ভাবন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ, ২০২০ উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে ডিজিটাল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মুজিববর্ষ কর্নার। মুজিববর্ষ কর্নারে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কর্মময় জীবন নিয়ে তথ্যসম্বলিত ব্যানার পোস্টার, জাতির পিতার বংশ পরিচয় সম্বলিত ব্যানার পোস্টার, ২৩টি দেশের রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী এবং বুদ্ধিজীবীদের সাথে জাতির পিতার ছবি, জাতির পিতার উপর রচিত বই, মহান মুক্তিযুদ্ধের চিত্রমালাসহ বিভিন্ন ডিজিটাল পোস্টার এবং অন্যান্য তথ্যাদি।

২. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ, ২০২০ উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্ভাবনী পরিকল্পনায় দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত রাজবাড়ী শিশুপার্ককে সংস্কার করে আধুনিক ডিজিটাল সুযোগ সুবিধাযুক্ত শিশু পার্কে উন্নীত করা হয়েছে।

৩. জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে ডিজিটাল ব্যানার ডিসপ্লে বোর্ডসহ ৩ টি বড় ডিসপ্লে স্ক্রিন, সাউন্ড সিস্টেম ও উন্নত ক্যাবল সমৃদ্ধ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপনের ফলে বিভিন্ন সভা/সেমিনারে উপস্থিত সকল সদস্যের সম্মুখেই বড় পর্দায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে।

৪. রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জেলা তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। সরকারের নির্দেশনা সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রাদি জেলা তথ্য বাতায়নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৫. ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ই-সেবা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৬. ঘরে বসে কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেট প্রযুক্তির সাহায্যে অর্থ উপার্জন তথা দক্ষ ফ্রিল্যান্সার তৈরির লক্ষ্যে লার্নিং এন্ড আর্নিং মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

৭. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ এর অধীনস্থ অফিসসমূহকে পেপারলেস অফিসে উন্নীত করতে ই-নথি ব্যবস্থাপনা পুরোদমে শুরু করা হয়েছে।

৮. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আইসিটি শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

৯. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল সভার নোটিশ মোবাইল ফোনে এসএমএস ও অধিকাংশ চিঠিপত্র ই-মেইল ও ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।

১০. 'জনসেবায় প্রশাসন' এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসন প্রতিনিয়তই সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ সকল কার্যক্রম নিয়মিত জনগণের সামনে সচিত্র উপস্থাপনের জন্য রাজবাড়ী জেলা প্রশাসনের একটি নিজস্ব ফেসবুক পেজ (DC Rajbari) চালু রয়েছে।

১১. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে Rajbari Sustainable Development Goals Club. SDG এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমানের পরিবর্তনের লক্ষ্যে এ ক্লাবের সার্বিক কার্যক্রম সবাইকে অবহিত রাখতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে Rajbari Sustainable Development Goals Club. নামে ফেসবুক গ্রুপ পেইজ খোলা হয়েছে।

১২. সরকারের বিভিন্ন জনহিতৈষী ও সেবামূলক কার্যক্রম জনসাধারণ সঠিকভাবে অবহিতকরণ ও জনগণের দুর্ভোগ লাঘব এবং বিভিন্ন সেবা গ্রহণ সহজিকরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নিচতলায় ফ্রন্ট ডেস্ক/জেলা ই-সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

১৩. ভূমি ব্যবস্থাপনায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম ও নকল শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে লক্ষ্যে দ্রুত নকল ও খতিয়ান প্রাপ্তি সরবরাহ নিশ্চিত করতে রেকর্ডরুমকে ডিজিটাল রেকর্ডরুমে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে জনসাধারণ ঘরে বসেই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করতে পারছেন।

১৪. ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেব জেলার প্রত্যেক উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের ল্যাপটপসহ প্রয়োজনীয় আইসিটি সরঞ্জামাদি সংযোজন করা হয়েছে এবং দক্ষ ও সময়োপযোগী জনবল গঠনে পর্যায়ক্রমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কারিগরী প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

১৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা ভূমি অফিসসমূহে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

১৬. জেলার সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে শতভাগ ই-মিউটেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে সেবাগ্রহীতাগণ অনলাইনে নামজারির আবেদন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন।

১৭. বর্তমানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ডিজিটাল রেকর্ডরুম হতে জনসাধারণ ঘরে বসেই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করতে পারছেন।

১৮. রেকর্ডরুমে খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশন কাজের অংশ হিসাবে এ পর্যন্ত ১১,০৯,৭৯৯ টি খতিয়ান এন্ট্রি, যাচাই, তুলনা এবং আর্কাইভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে আরও ১৮,৭৯৩ টি পেটি খতিয়ান, ৭২৪ টি দিয়ারা খতিয়ান এবং ২,৩২,৮৬৬ টি বিএস খতিয়ান এন্ট্রির পরিকল্পনা রয়েছে।

১৯. লিফলেট তৈরি, অভিযোগ বাক্স স্থাপন, মাল্টিপারপাস নোটিশবোর্ড স্থাপন, সেবা প্রত্যাশীদের জন্য বসার সুব্যবস্থা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, স্যানিটেশন সুবিধা, ক্লোজসার্কিট ক্যামেরা স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে জেলার সকল ভূমি অফিস সমূহকে অধিকতর জনবান্ধব করা হয়েছে।

২০. আইসিটির মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানে বিশেষ অবদান রাখায় এবং শতভাগ ই-নামজারি বাস্তবায়ন করায় রাজবাড়ী সদর উপজেলা ভূমি অফিসের প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আ. ন. ম. আবুজর গিফারী ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭ অনুষ্ঠানে দেশের সেরা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন।

২১. সামাজিক অপরাধ দমনে মোবাইল কোর্টের অবদান অনস্বীকার্য। রাজবাড়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেসীর মোবাইল কোর্ট আরও আধুনিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে মোবাইল কোর্টের নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেখা হচ্ছে।

২২. জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৫০ টি মাধ্যমিক ও ৮৪ টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু হয়েছে এবং এর সফলতা ধরে রাখার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২৩. জেলার ৩১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা রয়েছে।

২৪. জেলা প্রশাসনের ইনোভেশন টিমের উদ্ভাবনী পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজবাড়ী সদর উপজেলার সকল টিউবয়েলের অবস্থান কার্যক্রম, ব্যবহারকারী তথ্য অফিসে বসেই জ্ঞাত হওয়া, অনলাইনের মাধ্যমে ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত টিউবয়েল চিহ্নিতকরণ, ব্যবহারকারীর সংগে যোগাযোগ স্থাপন ও মনিটরিং করা হচ্ছে।

২৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজবাড়ী জেলায় ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড সাব-স্টেশন নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২৬. দৌলতদিয়া ঘাটে যানজট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও নৌযানসমূহের চলাচল সংক্রান্ত তথ্যাদি যাত্রীসাধারণকে অবহিত করার জন্য জেলা প্রশাসনের উদ্ভাবনী পরিকল্পনায় 'জেলা প্রশাসন হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজবাড়ী জেলায় ডিজিটাল সেবা ও উদ্ভাবন এগিয়ে চলেছে। পদ্মাকন্যা রাজবাড়ী জেলা হয়ে উঠছে এক সম্ভাবনাময় ডিজিটাল জেলায়।

লেখক : **জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী**

আইসিটি নিউজলেটার এর জন্য লেখা আহ্বান

আইসিটি নিউজলেটার-এর জন্য লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) শব্দের মৌলিক রচনা কিংবা সংবাদ সাদরে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজন হলে লেখা ছবিসহ পাঠানো যাবে। লেখা লেখকের নাম-ঠিকানাসহ সরাসরি, ডাকযোগে অথবা ই-মেইলে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্য নয়। প্রকাশিত উন্নতমানের লেখা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় হলে যথাযথ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদক আইসিটি নিউজলেটার, আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
দূরভাষ : +৮৮-০২-৪১০২৪০৭১, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৮২ মুঠোফোন : ৮৮-০১৭১১ ১৬৬৩২৮
doictnewsletter@gmail.com, jahedi6076@gmail.com, Web: www.doict.gov.bd

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি

মে মাসে করাচী সফর। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাত। রাজবন্দিদের মুক্তি এবং ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি। করাচীতে সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিসহ পূর্ববাংলার বিভিন্ন দাবি ব্যাখ্যা। হায়দ্রাবাদ গিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর সঙ্গে সাক্ষাত।
সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর সঙ্গে লাহোরে সংবাদ সম্মেলন। ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। জুন-আগস্টে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় জনসভা ও কর্মীসভা।

আতাউর রহমান খান, মানিক মিয়াসহ পিকিং-এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান। সম্মেলনে শেখ মুজিব কর্তৃক বাংলায় ভাষণ।

বছরের শেষ দিকে সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীকে নিয়ে পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় জনসভা।

১৯৫৩

আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা। ভাসানী সভাপতি ও শেখ মুজিব সম্পাদক নির্বাচিত।
পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী, ফজলুল হক ও ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন। দেশব্যাপী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণা।

১৯৫৪

ওয়াহিদুজ্জামানকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে গোপালগঞ্জ থেকে শেখ মুজিব নির্বাচিত। যুক্তফ্রন্ট ও অন্যদের ২৯১ এবং মুসলিম লীগের মাত্র ৯ আসন লাভ।

ফজলুল হকের মুখ্যমন্ত্রীত্বে মে মাসে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা। শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ। শথগ্রহণের দিনেই আদমজী পাটকল এলাকায় ভয়াবহ দাঙ্গা। শেখ মুজিব দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় যান এবং শান্তি স্থাপন ও উদ্ধার তৎপরতায় নেতৃত্ব দেন। রাতে ঢাকা শহরে বাঙালি ও অবাঙালিদের সম্ভাব্য দাঙ্গা এড়াতে শেখ মুজিবের পথসভা।
শেখ মুজিব সমবায় ও কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রী। হাসিনা ও কামালকে নিয়ে মিন্টো রোডের বাসভবনে বসবাস।

ফজলুল হকের নেতৃত্বে করাচী গমন। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)-র সঙ্গে তর্ক। সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ৯২ক ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত। ইসকান্দর মির্জা পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত।

শেখ মুজিব গ্রেফতার। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী কর্তৃক শেরে বাংলাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ও শেখ মুজিবকে 'দাঙ্গাকারী' ঘোষণা। মুজিবের নামে ডাকাতি, খুন ও লুটতরাজের অভিযোগে মামলা। ২৩ অক্টোবর পাকিস্তানের গণপরিষদ বাতিল। সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তিতে স্বাক্ষর। গ্রেফতারের পূর্বে শেখ মুজিব -এর প্রতিবাদে বিবৃতি দেন। মুজিবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা আইনের মামলা মিথ্যা প্রমাণিত। ইতোমধ্যে সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর পাকিস্তানের আইনমন্ত্রীর পদ লাভ। মুজিব মুক্তি পেয়ে করাচিতে সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

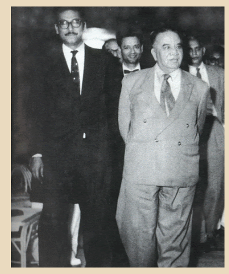

১৯৫৫

মে মাসে ৯২ক ধারা প্রত্যাহার। পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে শেখ মুজিবসহ ১২ জন নির্বাচিত। আবু হোসেন সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠন। কেন্দ্রে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় শেরে বাংলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ গ্রহণ। সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী আইন মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে বিরোধী দলের আসনে। গণপরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে শেখ মুজিব পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণের বিরোধীতা, প্রদেশসমূহের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা, গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি দাবিতে বক্তৃতা করেন।
অক্টোবরে ঢাকায় দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সংগঠনের 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ। পাকিস্তানে চলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে এ-পদক্ষেপ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। মওলানা ভাসানী সভাপতি ও শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

১৯৫৬

সেপ্টেম্বরে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ভুখা মিছিলে চকবাজারে গুলীবর্ষণে ৩ জন নিহত।

আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিব শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিদমন ও পল্লীউন্নয়ন মন্ত্রী।

পরবর্তী অংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায়

বঙ্গবন্ধু সূচি

১৯৫৭

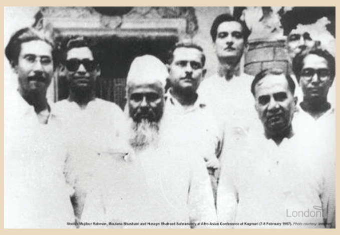

ফেব্রুয়ারি মাসে কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের অধিবেশনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি ও আঞ্চলিত স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি গঠন। শেখ মুজিব সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনের জন্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

জুন-জুলাইতে শেখ মুজিবের চীন সফর এবং মাও সে তুং ও চৌ-এন-লাইয়ের সঙ্গে বৈঠক।

১৯৫৮

৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা কর্তৃক শাসনতন্ত্র বাতিল করে মন্ত্রিসভাসমূহ ভেঙ্গে দিয়ে সামরিক শাসন জারি। জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। ১১-১২ অক্টোবর মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ পূর্ব বাংলার বহু নেতাকে গ্রেফতার। ২৭ অক্টোবর ইস্কান্দর মীর্জাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে আইয়ুব খানের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ।

১৯৫৯

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। পূর্ব বাংলার ৪৩ জন নেতাকে 'এবডো' বিধিতে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা। ১০ ডিসেম্বর প্রতারণা মামলায় শেখ মুজিব খালাস। মুক্তি দিয়ে জেলগেট থেকে গ্রেফতার। হাইকোর্টে রিট আবেদন করে মুক্তিলাভ। আইয়ুব খান কর্তৃক মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের ঘোষণা, যার মাধ্যমে সর্বজনীন ভোটাধিকার রহিত হয়।

১৯৬০

সেগুনবাগিচার বাসাকে কেন্দ্র করে নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ। হোটেল শাহবাগে সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর সঙ্গে আলোচনা। মার্চে আলফা ইন্‌সুরেন্সের কন্ট্রোলারের দায়িত্ব গ্রহণ। মুজিবের চট্টগ্রাম সফর।
শেখ মুজিব ও তাঁর ভাই শেখ নাসেরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের। ৩১ মে মামলার রায়ে অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস। তবে বিনা অনুমতিতে তাঁর ঢাকা ত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি।

সেপ্টেম্বরে ক্ষমতা অপব্যবহারের মামলায় শেখ মুজিব ও শেখ নাসেরকে ২ বছর কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা।

১৯৬২

জননিরাপত্তা আইনে ৩০ জানুয়ারি সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী এবং ২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব গ্রেফতার।
ছাত্র-আন্দোলনে উত্তাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা।
১৮ জুন শেখ মুজিবের মুক্তি লাভ।
এক সপ্তাহের মধ্যে মুজিবসহ ৮ নেতার মৌলিক গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবিতে যুক্ত বিবৃতি। দু'সপ্তাহ পরে পল্টনের জনসভায় মুজিবসহ নেতৃবৃন্দের ভাষণ।
শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশ রদে আন্দোলনরত ছাত্রদের মিছিলে গুলি।
আতাউর রহমান খানের বিবৃতি।
৪ অক্টোবর আওয়ামী লীগসহ ৬টি রাজনৈতিক দলের এন.ডি.এফ. গঠন।

১৯৬৩

আগস্টে লন্ডনে অসুস্থ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর সঙ্গে মুজিবের আলোচনা। ডিসেম্বরে বৈরুতে সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর রহস্যজনক মৃত্যু।

১৯৬৪

জানুয়ারিতে খুলনা ও ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু বিহারীদের হিংসাত্মক আক্রমণ। শেখ মুজিবকে আহ্বায়ক করে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে মুজিবের নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' প্রচারপত্র বিলির পর শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদ গ্রেফতার ও পরে জামিনে মুক্তি।

২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাসভবনে নেতৃবৃন্দের সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জিবনের সিদ্ধান্ত।

সর্বজনীন ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে ১৮-১৯ মার্চ 'দাবি দিবস'। নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার। ১৯ মার্চ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জে হরতাল। বিকেলে পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের জনসভায় ভাসানী ও শেখ মুজিবের ভাষণ। ৩১ মে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার; পরে জামিনে মুক্তি। ১২ জুলাই জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন।

পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে তৎপরতা। কনভেশন মুসলিম লীগ থেকে আইয়ুব খান ও বিরোধী দল থেকে ফাতেমা জিন্নাহ প্রার্থী। নভেম্বরে মুজিবের করাচি গমন ও ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে বৈঠক।

ডিসেম্বরের প্রথম সন্ধ্যায় জননিরাপত্তা আইনে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার; পরে জামিনে মুক্তি।

পরবর্তী অংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়

সরকারি সেবা ডিজিটাইজেশনে বিদেশি সফটওয়্যার নয় : তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিবেদক

সরকারের ই-গভর্নান্স বাস্তবায়নে বিদেশি কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে না বলে জানিয়েছেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক। বেসিস সফটএক্সপো -২০২০ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এ তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী। বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি।

পলক বলেন, ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের নির্দেশনায় আইসিটি বিভাগ ৫৬টি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের কাছে গিয়ে কোন কোন সেবা ডিজিটাইজ করা দরকার তা চিহ্নিত করেছে এবং এর জন্য রোডম্যাপ তৈরি করেছে। যেখানে ধাপে ধাপে ২০২১ এর মধ্যে সব সেবা ডিজিটাইজ করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়। তিনি জানান, এটুআইয়ের ডিজিটাল সার্ভিস এক্সিলারেটর ২৮০০ সেবা চিহ্নিত করে দিয়েছে যেগুলো ডিজিটাইজ করতে পারলে ৯৯ শতাংশ সরকারি সেবা ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হবে।

'এরই মধ্যে ২৫টি মন্ত্রণালয়ে সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০০ সেবা ডিজিটাইজ করা হয়েছে আরও ২২০০ সেবা ডিজিটাইজ করতে হবে' বলছিলেন তিনি।

পলক বলেন, '১১ বছর আগে জাতিসংঘের ডিজিটাল সার্ভিস ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৬২তম। আজ সেই ই-গভর্নান্সইন ডেক্সে অবস্থান ১১৫। ২০২১-এর মধ্যে এই অবস্থান ৯৯ তম এবং ২০২৫-এর মধ্যে টপ ৫০ এর মধ্যে আসার লক্ষ্য রয়েছে এজন্য যেসব সেবা, ডিজিটাইজেশন দরকার সেগুলো, সফটওয়্যার-সফটওয়্যার সলিউশনগুলো বিদেশ হতে আমদানি করতে চাই না। বিদেশি কোম্পানিগুলোকে দিয়ে তাদের কাছে তথ্য হস্তান্তরও করতে চাই না। আমাদেরও দেশের সামধানগুলো আমাদের দেশিয় কোম্পানির মাধ্যমে করতে চাই' উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী।

পলক জানান, 'দু'বছর আগে গভর্ম্যান্ট রিসোর্স প্লানিং পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে নেয়া হয়েছিল তখন অনেক বিদেশি কোম্পানি বলেছিল, কেনো তাদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না' তখন তিনি নিজে কট্টর অবস্থানে ছিলেন বলে জানান। প্রতিমন্ত্রী তখন স্টেক হোল্ডারদেরও বলেছিলেন, এগুলো বেসিসের কোনো কোম্পানি একা করতে না পারে তাহলে ৫টি কোম্পানি মিলে করবে। এই ২৫ কোটি টাকার সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের মধ্য দিয়ে তাদেরও যে সক্ষমতা তৈরি হবে তাতে আগামী দিনে ২৫০০ কোটি টাকার কাজের যোগ্য হয়ে উঠবে কোম্পানিগুলো।

পলক তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'নতুন নতুন স্কিলসেট করার জন্য লিভারেজিং আইসিটি প্রজেক্ট নামে একটি কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। যেখানে তিন ধরনের প্লানিং দেয়া হয়। প্রতি বছর বের হওয়া ৫ হতে ৬ লাখ গ্রাজুয়েটকে টপ-আপ ট্রেনিং দিয়ে আইটি ইন্ডাস্ট্রির জন্য রেডি করা। যারা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ম্যানেজারিয়াল পোস্টে রয়েছেন তাদের স্কিল আপস্কিল করা, ফাস্টট্র্যাক ফিউচার লিডার তৈরি করা'।

চট্টগ্রাম

মুজিববর্ষেই রচিত হবে সফলতার সোপান

ডেস্ক রিপোর্ট

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার টিএ-ডিএ ক্যালকুলেটর" স্লোগান নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের প্রোগ্রামার ও সহকারী প্রোগ্রামারগণ TA-DA Calculator নামে একটি অনন্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণ বিল তৈরিতে একটি অনলাইন ও অফলাইন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যাতে অতি সহজেই টিএ-ডিএ ও বদলী ব্যয় হিসাব করা যাবে। কম সময়ে এবং শুদ্ধভাবে ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা বিল তৈরি করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত নিরীক্ষাসহ পরবর্তী

প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কাজের জন্য বিলসমূহ সার্ভারে সংরক্ষিত থাকবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ইনোভেশন উদ্যোগে এ উদ্ভাবনটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। ই-নথি ও আইবাস++ সিস্টেমের সাথে এ উদ্ভাবনটির সংশ্লেষ ঘটানো গেলে এটি অধিদপ্তরের অন্যতম সাফল্য হিসেবে মূল্যায়িত হবে। প্রকল্পটির অগ্রগতি দেখতে ভিজিট করা যেতে পারে www.ta-da.online ওয়েব ঠিকানায়।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Digitalization of Island along Bay of Bengal, Haor and Beel area' শীর্ষক প্রকল্পের Feasibility Stud ও সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত Focus Group Discussion অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন। এতে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সিস্টেম ম্যানেজার মাসুম বিল্লাহ ও মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আলমগীর ফারুক চৌধুরী; অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ আবু হাসান সিদ্দিক; সন্দ্বীপ উপজেলার নির্বাহী অফিসার; প্রোগ্রামার, জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম; জেলা ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল উপজেলায় কর্মরত সহকারী প্রোগ্রামারগণ। প্রকল্পটির মাধ্যমে জেলার একমাত্র দ্বীপ উপজেলা সন্দ্বীপে দ্রুত গতির নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান, আইসিটিতে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হবে।

চট্টগ্রাম বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিগত একবছরে ২৯২জনকে ওয়েব পোর্টাল প্রশিক্ষণও ৫৭৫ জনকে ই-ফাইল (নথি) প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। চট্টগ্রাম জেলায় স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মোট সংখ্যা ১৬৬ টি।

এ জেলায় প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০ জন নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের শেখ কামাল আইসিটি ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন লার্নিং আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ৩টি ক্যাটাগরিতে ৩০টি ব্যাচে মোট ১৩২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

নারায়ণগঞ্জ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সিনিয়র সচিবের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন

ডেস্ক রিপোর্ট

গত ৮ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বিদ্যানিকেতন উচ্চবিদ্যালয় এর ১৪ বছরে পদার্পণ, নবীনবরণ ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। তিনি বিদ্যালয়ে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও স্মার্ট ক্লাসরুম পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় শিখন পদ্ধতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, "ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বিদ্যানিকেতন হাই স্কুল প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরণীয়।" পরে তিনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হন এবং বিদ্যোলয়ের সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোঃ জসিম উদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক জসীম উদ্দিন হায়দার, উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ জেলা, মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী

কর্মকর্তা এহেতাশেমুল হক ও বিদ্যানিকেতন পরিচালনা পরিষদের সভাপতি কাশেম হুমায়ূন এবং বিদ্যানিকেতন উচ্চবিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার সাহা।

গোপালগঞ্জ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের জাতির পিতার সমাধিসৌধ জিয়ারত ও অঙ্গীকার

ডেস্ক রিপোর্ট

ফেসিবিলিটি স্টাডির জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহসহ সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে তথ ও প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ বি এম আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব) প্রকল্প এলাকা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়ায় গত ৪-৫ মার্চ দুইদিনব্যাপী কর্ম পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ জিয়ারত করেন। জিয়ারত পরবর্তীতে মহাপরিচালক অঙ্গীকার করেন–সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে এসে সশ্রদ্ধচিত্তে সালাম ও মোবারকবাদ জানালাম। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনানুসারে সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে কাজ করার দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে গ্রামবাংলার ডিজিটাল উন্নতিকল্পের তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগানোর মহাপরিকল্পনায় ডিজিটাল অঙ্গীকার করছি যে, এখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সকল বিল, হাওর ও চর এলাকায় ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে দেয়ার কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করবো। গতিতে সর্বোচ্চ এবং মূল্যে যেন সুফলভাবে ইন্টারনেট পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হবে।

ডেনমার্কের সহযোগিতায় প্রকল্পটি যেন আলোর মুখ দেখে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ সময় সার্বিকভাবে তাঁকে সহযোগিতা করেন গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, রাজনীতিবিদ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

গাইবান্ধা

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গাইবান্ধার কর্মসূচি

ডেস্ক রিপোর্ট

* বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ
* নিরক্ষরতা দুরীকরণ
* মাদককে জিরো টলারেন্স করার লক্ষ্যে সাদুল্লাপুর উপজেলা বিভিন্ন ক্রীড়ার আয়োজন
* ইংরেজি ক্লাব, গণিত ক্লাব ও ব্যাডমিন্টন ক্লাব গঠণ করা
* বেকারত্ব দুরীকরণ

গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার উন্নয়নে মডেল বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শুর হলো। বেকারমুক্ত সাদুল্লাপুর গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের কম্পিউটার বিষয়ক বেসিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। বেসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে ১৫ দিন। বেসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারিদের মধ্য থেকে বাছাই করে ২০ জনকে তিনমাসব্যাপী ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তিন মাসের এই ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আয়ে সক্ষম করে গড়ে তোলা হবে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে থাকছে-মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।

জেলা প্রশাসকের আন্তরিকতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্ভব হচ্ছে এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিয়ন পরিষেদের চেয়ারম্যানগণ প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক এবং সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

বঙ্গবন্ধু সূচি

১৯৬৫

মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে আইয়ুব খানের জয়। মার্চে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ ২১ জন বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যের জয়। মে মাসে প্রাদেশিক নির্বাচনে সরকারি দল ৬৮, বিরোধী দল ২৩ ও স্বতন্ত্রের ৫৮ আসন। জুলাই মাসে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র মামলা দায়ের। সেপ্টেম্বরে ১৭ দিনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অরক্ষিত। ঢাকার গভর্নর-হাউসে সর্বদলীয় সভায় শেখ মুজিব কর্তৃক পূর্বাংশকে অরক্ষিত রাখার তীব্র সমালোচনা।

১৯৬৬

রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও জননিরাপত্তা আইনে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। হাইকোর্টে জামিন লাভ।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে লাহোরে বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ থেকে তর্কবাগীশ, শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিনসহ ১০ নেতা যোগ দেন।

১০ ফেব্রুয়ারি এই জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬ দফা উত্থাপন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার; প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ছাড়া সকল ক্ষমতা প্রদেশের; পূর্ব ও পশ্চিমাংশের জন্য পৃথক মুদ্রা; প্রদেশের রাজস্ব ও কর আদায়ের ক্ষমতা; প্রদেশকে পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য চালানো ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের অধিকার এবং আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা–এগুলো ছিল ৬ দফা দাবি।

ফেব্রুয়ারির মধ্যেই পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় ৬ দফার পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে।
মার্চে ঢাকার ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ৬ দফাকে আওয়ামী লীগের মূল কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ। কাউন্সিলে শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ও তাজউদ্দিন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামী লীগের নতুন নেতৃত্ব ঘোষণা।
শেখ মুজিব ৬ দফার পক্ষে জনসভা শুরু করেন। প্রথম খুলনা থেকে ফেরার পথে যশোরে গ্রেফতার ও জামিন। পরে ৭ মে নারায়ণগঞ্জ থেকে ফেরার পথে গ্রেফতার। দেশরক্ষা আইনে ৩ মাসের আটকাদেশ দিয়ে ঢাকা জেলে বন্দি।

৭ জুন ব্যাপক হরতালে সারাদেশে মনুমিয়াসহ ১১ জন শহীদ। পুরাতন মামালায় খালাস পেলেও মুজিবের বিরুদ্ধে সরকারের নতুন নতুন মামলা।

১৯৬৭

আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনীর আন্দোলন। ইতোপূর্বে আপত্তিকর ভাষণের দায়ে শেখ মুজিবকে ১ মাসের কারাদণ্ড।

১৯৬৮

নববর্ষের প্রথম দিনেই 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র জন্য ২৮ জন সামরিক কর্মকর্তা, আমলা ও রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার। ১৮ জানুয়ারি সরকার জানায়, এই রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবুর রহমানও যুক্ত। এর পূর্বরাতে ২১ মাস কারাভোগের পর শেখ মুজিবকে ঢাকা কারাগার থেকে খালাস দিয়ে জেলগেটে সামরিক যানে তুলে নেওয়া হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী ও ৩৫ জন সামরিক-বেসামরিক নাগরিককে অভিযুক্ত করে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের।
২১ এপ্রিল বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে ঢাকা সেনানিবাসে তথাকথিত বিচারকার্য শুরু।

১৯৬৯

ইতোমধ্যে ডাকসু সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন। ১১ দফা ঘোষণা। আওয়ামী লীগসহ ৮টি রাজনৈতিক দলের জোট গঠন।
১৮ জানুয়ারি থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিছিল। ২০ তারিখে আসাদের এবং ২৪ তারিখে পুলিশের গুলিতে মতিয়ুরের মৃত্যু। আন্দোলন 'গণ-অভ্যুত্থানে' রূপান্তরিত। ২৫ জানুয়ারি থেকে ঢাকায় কারফিউ জারি।

শেখ মুজিবের মুক্তি ও 'আগরতলা মামলা' প্রত্যাহারের দাবিতে সারাদেশ উত্তাল। ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দি অবস্থায় হত্যা। পরদিন বিক্ষুব্ধ জনতা মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে শহীদ

হলে পরিস্থিতি বিস্ফোরণোম্মুখ হয়। অনিবার্য পতনের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গোলাটেবিল বৈঠকে আহ্বান। শেখ মুজিবকে বন্দি রেখে বৈঠকে যোগদানে

পরবর্তী অংশ সপ্তম পৃষ্ঠায়

DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady | ICT DIVISION FUTURE IS HERE | DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT | মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বঙ্গবন্ধু সূচি

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের অস্বীকৃতি। শেখ মুজিবও প্যারোলে বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হননি। পর্যুদস্ত সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে কারফিউ প্রত্যাহার করে এবং পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সের ময়দানে ১০ লক্ষ লোকের সমাবেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক প্রথম দিনেই মুলতবী। বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে আসেন। পূর্ব বাংলায় হরতারসহ আন্দোলন চলতে থাকে। ১০-১৩ মার্চ পিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক। শেখ মুজিব ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার গঠন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বৈষম্য দূরিকরণের দাবি জানান।

গোলটেবিল বৈঠকে পূর্ব বাংলার সকল দাবি অগ্রাহ্য। বঙ্গবন্ধু-এর রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান করেন। পূর্ব বাংলায় হরতালসহ আন্দোলন। ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের পদত্যাগ। সামরিক শাসন জারি। সেনাপ্রধান ইয়াহিয়ার সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ।

১৯৭০

জানুয়ারি থেকে নির্বাচনী তৎপরতা শুরু। পল্টন ময়দানসহ জেলাগুলোতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। জুনে ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান–উভয় কমিটির সভাপতি। রেসকোর্সের জনসভায় ভাষণ এবং 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে ভাষণ সমাপ্তি।

নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে পূর্ব বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু।

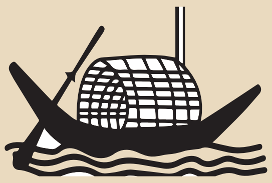

ডিসেম্বরের নির্বাচন ও পরে অনুষ্ঠিত উপকূল অঞ্চলের নির্বাচনসহ নৌকা প্রতীক নিয়ে ৩০০ সাধারণ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৬২ আসন লাভ। প্রাদেশিক পরিষদের ২৯৮ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৮৮ আসন লাভ।

১৯৭১

৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ভূট্টোর অসম্মতি। ১ মার্চ ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের মাধ্যমে আসন্ন অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত। ঢাকাসহ সারাদেশে স্বতঃফূর্ত বিক্ষোভ। ২ ও ৩ মার্চ হরতাল। কারফিউ জারি। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু।

রেসকোর্সে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শত্রুর মোকাবিলায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার ডাক দেন। তিনি ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

৮ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কার্যত অচল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ বলেই বেসামরিক প্রশাসন পরিচালিত।

বঙ্গবন্ধুর ৩২ ধানমণ্ডির বাসভবন পূর্ব বাংলার কেন্দ্রে পরিণত। ১৬ মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা ঢাকায়। ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করেন বঙ্গবন্ধু। ২১ মার্চ পর্যন্ত ৫বার বৈঠক। ২২ মার্চ ভূট্টো আলোচনায় যোগ দেন।

সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিকরাও নিজেদেরকে সংগঠিত করেন। বিভিন্ন সেনানিবাসে বাঙালি ও ইপিআর-এর সৈনিক, পুলিশ ও আনসারদের মধ্যে পাকিস্তানবিরোধী ক্ষোভ।

২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের গোপনে ঢাকা ত্যাগ। মাঝরাতে পাকিস্তান সেনাবহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যা শুরু। বিভিন্ন সেনানিবাসে বাঙালি সৈনিক, ঢাকায় ইপিআর সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশলাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে আক্রমণ। ঢাকা মৃত ও

ধ্বংসের নগরে পরিণত। ২৬ মার্চ প্রত্যুষে (১২.২০ মি.) বঙ্গবন্ধু ওয়ারলেস ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঘোষণা করেন 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন'। তিনি 'চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত... যুদ্ধ

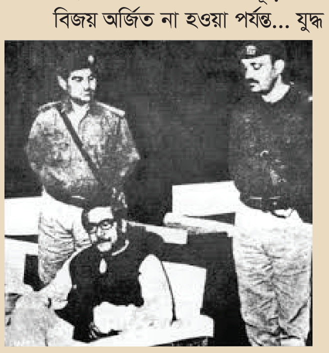

চালিয়ে' যাবার ডাক দেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ট্যাংকসহ কয়েক ট্রাক সৈন্য রাত একটার পরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবন ঘেরাও করে গোলাগুলি শুরু করে। গ্রেফতার করে তাঁকে ৩ দিন ঢাকায় আটকে রেখে পরে বিমানে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়।

২৬ মার্চ বেতার-ভাষণে ইয়াহিয়া কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে 'পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চরম শাস্তিদান' ও আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা।

পরবর্তী অংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়

মুজিববর্ষে ই-নথি সব অফিসে

নিলুফা ইয়াসমিন

আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সরকারি কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। ই-নথি বাংলাদেশে একমাত্র কেন্দ্রীয় নথি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (সকল সরকারি দপ্তর ও কর্মচারী এক প্লাটফর্মে)। সকল অফিসে ফাইল মুভমেন্ট, নথিতে অনুমতি/সিদ্ধান্ত প্রদান, পত্রজারি, পত্র নথিজাতকরণ, ডাক-ব্যবস্থাপনাসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রোফাইল ব্যবস্থাপনায় সকল সুবিধা প্রদান করে ই-নথি। ই-নথির ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি নাগরিকের সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস পেয়েছে। মোবাইল App-এর মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করা যায়।

ই-নথি বাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র:

২০১৬ সালের মার্চ থেকে জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট ই-নথি ব্যবহারকারী অফিসের সংখ্যা (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর সংস্থাসহ) ৮১২৯টি এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১,৩৩,৬১৯৯৯ জন। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ই-নথি বাস্তবায়নের হার ও গতি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে (শুধু জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯-এর মধ্যে ই-নথি সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৮০,৬০,৯৯০ জন এবং অফিসের সংখ্যা বেড়েছে ৩৫৭৯টি, ব্যবহারকারী বেড়েছে ৩৪৬৩৬ জন)। ই-নথির ব্যবহারকারী দপ্তরসমূহ অন্য দপ্তর থেকে নাগরিককে স্বল্পতম সময়ে সেবা প্রদান করতে সক্ষম যা সকল মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। এতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হয়েছে যাই-গভর্নমেন্টের মূল প্রতিপাদ্য।

মুজিববর্ষে ই-নথি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা:

রূপকল্প ২০২১-এর মূল লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আধুনিক, জ্ঞানভিত্তিক ও মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। রূপকল্প ২০২১-এর একটি প্রধান লক্ষ্য হল ডিজিটাল বাংলাদেশ যা বাস্তবায়িত হচ্ছে চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে যথা: অবকাঠামো উন্নয়ন কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই- গভর্নমেন্ট ও আই সি টি শিল্পের উন্নয়ন।

ই-নথি মূলত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশের চারটি মূল স্তম্ভের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের প্রায়োগিক রূপ। ই-নথির মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সব দাপ্তরিক কাজকর্ম ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে। মুজিববর্ষে ই-নথিকে আরো সংগঠিত, সুসংহত ও ব্যবহার বান্ধব করার মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অন্যতম হাতিয়ার হবে ই-নথি। সেলক্ষ্যে চারটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে ই-নথির জন্য মুজিববর্ষ পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিষয় চারটি নিম্নরূপ–

ক) সকল সরকারি দপ্তর ই-নথিতে অন্তর্ভুক্তকরণ
খ) উন্নত আর্কিটেকচার ও টেকনোলজির সমন্বয়ে ই-নথির দ্বিতীয় ভার্সন প্রবর্তন
গ) কেন্দ্রীয়ভাবে সার্ভার ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনা সুসংহতকরণ
ঘ) নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো।

ক) সকল সরকারি দপ্তর ই-নথিতে অন্তর্ভুক্তকরণ: ১৯০০০ হাজার সরকারি দপ্তরের নথি-সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তাকে ই-নথিতে সংযুক্ত করা হবে ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ইতিমধ্যে এবছর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর থেকে উপজেলা পর্যায়ে ৪০০টি ব্যাচে ই-নথির ইন্ড ইউজার প্রশিক্ষণ এবং সদর দপ্তরে ৫০টি ব্যাচে সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থা নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে স্বীয় আওতাধীন অফিসসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে ই-নথি সহায়ক কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করছে।

খ) উন্নত আর্কিটেকচার ও টেকনোলজির সমন্বয়ে ই-নথির দ্বিতীয় ভার্সন প্রবর্তন:

ই-নথি সফটওয়্যারের চলমান প্রথম ভার্সন তৈরি হয়েছে ২০১৬ সালে। সময়ে সময়ে সফটওয়্যারে বিভিন্ন আপডেট প্রদানের মাধ্যমে ব্যবহার বান্ধব করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ নতুন নতুন টেকনোলজির প্রসারের কারণে ই-নথিকেও যুগোপযোগি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই লক্ষ্যে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ও বর্তমান উন্নত টেকনোলজি সংযোজনসহ ই-নথি সিস্টেম ২য় পর্যায়ে উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুলাই ২০২০ এর মধ্যে অফলাইন কাজের সুবিধা, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, অটো সাজেসন্স, ভয়েস টুটেক্সট, ও সিয়ারসহ উন্নত প্রযুক্তির বহুবিধ সুবিধা সংবলিত ই-নথির দ্বিতীয় ভার্সন ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

গ) কেন্দ্রীয়ভাবে সার্ভার ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাপনা সুসংহতকরণ:

১৯০০০ হাজার সরকারি দপ্তরের লক্ষাধিক কর্মকর্তার দৈনন্দিন নথি ব্যবস্থাপনার বিপুল সার্ভার সক্ষমতার চাহিদা মেটানোর জন্য সুসংবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জাতীয় ডাটা সেন্টারের পাশাপাশি ফোর-টিয়ার ডাটা সেন্টারে হোস্টিং এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সার্ভার সক্ষমতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘ) নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো: সেবা প্রত্যাশীগণ ঘরে বসে কিংবা যেকোনো ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন জমা দেয়ার পাশাপাশি প্রদত্ত ট্রাকিং নাম্বারের মাধ্যমে আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারেন। ফলে জনগণের বিভিন্ন অফিসে বারবার আসার প্রয়োজন পড়ে না। আবেদন অনলাইনে দাখিল করার ব্যবস্থা থাকায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যও হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮-এর পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনায় "ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ"-এর জন্য ২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রার ৬০% পূরণের কথা বলা আছে। এ ক্ষেত্রে সকল সরকারি দপ্তরে মুজিববর্ষ পরিকল্পনা অনুযায়ী ই-নথি বাস্তবায়ন করা গেলে নাগরিকগণের সম্পৃক্ততা ১০০% করা সম্ভব এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ই-নথি অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম হিসেবেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ই-নথি সিস্টেমটি দেশের সরকারি দপ্তরের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী সংযোজন। এ সিস্টেম উপজেলা পর্যায়ের অফিস হতে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত প্রশাসনের সকল স্তরকে অনলাইনে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কম সময়ে, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বিধান করে ও কাগজের ব্যবহার না করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করানো এই সিস্টেমের প্রধান উদ্দেশ্য। ইলেক্ট্রনিক নথি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অফিসসমূহের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও উর্ধ্বতন অফিসসমূহের কার্যকর ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে একটি তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক সেবা ব্যবস্থাপনা তথা নাগরিক সন্তুষ্টি অর্জনই ই-নথির মুজিববর্ষের অঙ্গীকার।

লেখক: সিনিয়ার সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর আলিম মাদ্রাসায় শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন

নিউজ ডেস্ক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক(যুগ্মসচিব) মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত 'Digitalization of Islands along Bay of Bengal, Haor and Beel Area' শীর্ষক প্রকল্পের Feasibility Study এর জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহসহ এ-সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এক জরুরি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান পিএএ, প্রোগ্রামার ওয়াদুদুর রহমান এবং ও IFC প্রতিনিধি দল। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আহাদ। পরদিন ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় তাহিরপুরে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্থান এবং তাহিরপুর হিফজুল উলুম সিনিয়র আলীম মাদ্রাসায় স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন করেন।

রাঙ্গামাটি

কারিগরি সেবা প্রদানে তৃণমূলের দোরগোড়ায় আইসিটি অধিদপ্তর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জেলা পর্যায় ও উপজেলা দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও কম্পিউটার অপারেটর বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আইসিটি নির্ভর সেবা যেমন- নথি, ওয়েব পোর্টাল, বিভিন্ন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, হার্ডওয়ার এবং তাছাড়াও নানাবিধ সরকারি সিস্টেমের কারিগরি সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক "কারিগরি সহায়তা সেবা" সংক্রান্ত একটি কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, রাঙ্গামাটি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হলে- সেবা গ্রহীতাগণ কর্তৃক অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে সেবার আবেদন দাখিল করতে পারবে। আইসিটি অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক সেবার পর্যালোচনা করতে পারবেন। সেবাটি অনলাইন সিস্টেমে এন্ট্রি করে দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে সেবাগ্রহীতার মোবাইলে সেবা প্রদান সম্পর্কিত SMS যাওয়া এবং সিস্টেমে আপডেট হওয়া। সেবাগ্রহীতা কর্তৃক যে কোনো স্থান থেকে সেবাটি পাওয়া এবং পরবর্তীতে সেবাটি নলেজবুকে সংরক্ষিত হওয়া। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা দপ্তর হতে একই সেবা বার বার আবেদন না করে পূর্বে প্রদত্ত একই রকম সেবার সমাধান নলেজবুক দেখে নেয়ার ব্যবস্থা রাখা। যার ফলশ্রুতিতে সেবাগ্রহীতা এবং সেবা প্রদানকারীর সময়, ভ্রমণ ও ব্যয় কমে যাওয়া। যেখানে TCV (Time-0, Cost-0, Visit-0) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনলাইনে সেবার কার্যক্রম মনিটরিং করা।

উদ্যোগটি বর্তমানে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মাঠ পাইলটিং আকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইনোভেশনটি জেলার গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে রেপ্লিকেশন হবে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা সহজে সকলের কাছে পৌঁছে যাবে।

বার্তা প্রেরক: বিপুল বণিক
সহকারী প্রোগ্রামার, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

পঞ্চগড়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কার্যক্রম

পঞ্চগড়

নিউজ ডেস্ক

ডিজিটাল বাংলাদেল বিনির্মানের লক্ষ্যে আইসিটি অবকাঠামো ও কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে পঞ্চগড় জেলায় চলমান কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো "সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো স্থাপন" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় 'Digital service Employment & Training Center (D-SET)' নির্মাণ। এ লক্ষ্যে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক (এমপি) এ সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর উম্মোচন করেন। সেখানে পঞ্চগড় জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিন এর সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই আলোচনা সভায় পঞ্চগড়-০১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মজাহারুল হক প্রাণসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে ৪০ হাজার তরুণ-তরুণীকে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করব এবং পঞ্চগড়ে ৫০০ জন তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ইতিমধ্যে পঞ্চগড় জেলায় লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ৯টি ব্যাচে মোট ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ১২টি ব্যাচে ২৪০ জনের প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও পঞ্চগড়ের ৩টি উপজেলায় (পঞ্চগড়সদর, দেবীগঞ্জ ও বোদা) বেসিক আইসিটি ট্রেনিং-এ ৩৮০ জনকে এবং আইটি সাপোর্টটেক নিশিয়ান ট্রেনিং ১৩০ জনকে দেয়া হয়েছে।

ইনফো সরকার ফেইজ-২ প্রকল্পের আওতায় পঞ্চগড় জেলায় ১৮০ টি সরকারি বিভিন্ন অফিসে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ও ইনফো-সরকার ফেইজ-৩ পর্যায় প্রকল্পের আওতায় পঞ্চগড় জেলায় ২৭টি ইউনিয়ন পরিষদে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে।

সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প হতে পঞ্চগড় জেলায় মোট ৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং সুবিধাবঞ্চিত ছিটমহলবাসীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৪টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব তৈরি করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল প্রাপ্তিদের অন্যতম একজন ফ্রিল্যান্সার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বায়নে নারীর ক্ষমতায়নে পরিকল্পিত মেধার মনোয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ এবং বাস্তায়নের বর্তমান সরকারের প্রতিটি পদক্ষে প্রশংসিত। আমিও তার অংশীদারিত্বের সুফল ভোগী আছমিকা তাবাচ্ছুম মিথিলা। ইচ্ছে ছিলো পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু একটি করার। এমন সংকল্পে আমি যখন অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্রী তখন অনলাইনে ডিজাইনের কাজগুলো দেখতাম এবং অনার্স ৪র্থ বর্ষে একদিন জানতে পারি বর্তমান সরকারের পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুধু মাত্র নারীদের নিয়ে SHE POWER PROJECT এর প্রশিক্ষণের কথা। নিজের ভেতর লুকানো স্বপ্নের পেখম পেলাম। তাই যথারীতি নিয়ে আবেদন করে ট্রেনিং করার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

SHE POWER PROJECT এ আমাদেরকে দীর্ঘ ৯ মাস ক্লাস এবং ইন্টার্নির মাধ্যমে ৩টা লেভেলে বেসিক থেকে এডভান্স লেভেলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রজেক্টে থাকা অবস্থায় আমি অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজ পাওয়া শুরু করি। পাওয়ার পয়েন্টের কাজের পাশাপাশি গ্রাফিক্স ডিজাইনের মাধ্যমে আজ আমি বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশের বায়ারের সাথে কাজ করছি।

আয় করেছি ৮ হাজার ডলার অর্থাৎ ৬,৪০,০০০ এর ও বেশি। আমার গ্রাজ্যুয়েশান শেষ করে ঐ টাকা দিয়ে চট্রগ্রামে চালু করি শুধুমাত্র নারীদের নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে আয় করার প্রতিষ্ঠান WOMEN IT HUB। যেখানে আমি, আমার বোন (সে-ও এই প্রজেক্টের প্রশিক্ষণার্থী) মিলে ফ্রীল্যান্সিং এর মাধ্যমে ঘরে বসে করি আয় পাশাপাশি মেয়েদেরকে কম্পিউটার কোর্স করাচ্ছি যেখানে ইতিমধ্যে প্রায় ৭০,০০০ টাকা ইনকাম করি এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু করার চেষ্টা করছি।।

সর্বোপরি ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও তার আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক মহোদয়, SHE POWER PROJECT এর পরিচালক জনাব শ্রদ্ধেয় সোলায়মান মণ্ডল স্যারসহ, কোর্ডিনেটর, কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষককে। যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল, আজকের এই আমিসহ অনেক মেয়েদের সফলতা।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি

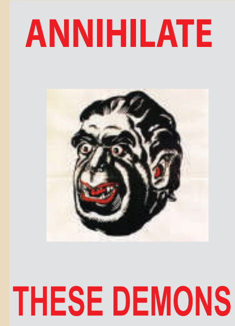

গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকে। বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ, জনতা পূর্ব বাংলার বৃহৎ অঞ্চল মুক্ত রাখেন। চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রকে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে রূপান্তর করে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ।

সারা দেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ। 'বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রচার। লক্ষ লক্ষ লোকের সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয়। পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা।

১৭ এপ্রিল মেহেরপুর বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং এম.এ.জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন। সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর প্রতিরোধ। বছরের মাঝামাঝি তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা। দেশের মধ্যেও গেরিলাদল গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিবেকবান মানুষ সোচ্চার। বিভিন্ন স্থানে বাঙালি কুটনীতিকদের পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য। এপ্রিলে জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে শান্তিকমিটি, রাজাকার, আল বদর ও আল শাম্‌স বাহিনী গঠন। শুরু হয় মানবতা বিরোধী অপরাধ।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সহায়তা। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে চীন ব্যতীত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমর্থন।

বর্ষা মৌসুমে গেরিলা যোদ্ধাদের সাফল্য। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'বজ্রকণ্ঠ' এবং 'জয় বাংলার জয়' জনতাকে উদ্দীপ্ত করে। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য ভাসানীর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও কংগ্রেসকে নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন।

বঙ্গবন্ধুকে লয়ালপুর কারাগারে নির্জন সেলে বন্দি। ৩ আগস্ট 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা'র জন্য শেখ মুজিবের বিচার শুরু। জাতিসংঘ মহাসচিব উথান্ট, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাসহ বিশ্বনেতাদের তীব্র প্রতিবাদ।

বিচার চলাকালে বঙ্গবন্ধুর আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকার। ৪ মাস প্রহসনমূলক বিচারের পর ৩ ডিসেম্বর তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের রায়। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এ-রায় কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

শীতের শুরু থেকে গেরিলা আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী কার্যত সেনানিবাস ও ক্যাম্পগুলোতে অবরুদ্ধ। ২১ নভেম্বর বাংলাদেশের স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত অভিযান শুরু। এদিনেই ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠন।

৩ ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু। পরের সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় অবরুদ্ধ। জাতিসংঘে পাকিস্তানের মিত্ররা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এনে মুক্তিযুদ্ধকে থামাতে চাইলে সোভিয়েত ভেটোর ফলে সে চাতুরি ব্যর্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খোঁড়া অজুহাতে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করে।

১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকবাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজি ৯৩ হাজার সৈন্যসহ মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল আরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে। চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে বাংলাদেশ। পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয় স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ'। সফল হয় মুজিবুরের স্বপ্ন।

এ-সময়ে বঙ্গবন্ধুকে লয়ালপুর থেকে মিয়ানওয়ালী জেলে নেওয়া হয়। ২৬ ডিসেম্বর তাঁকে রাওয়ালপিন্ডির অতিথি ভবনে নিয়ে আসে।

১৯৭২

৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ঘোষণা। এর মধ্যে ভূট্টো কয়েকবার পাকিস্তান-বাংলাদেশ নিয়ে ফেডারেশন করার প্রস্তাব করলে বঙ্গবন্ধুর অসম্মতি।

৮ জানুয়ারি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেন লন্ডনে যান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথ ও বিরোধী নেতা উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানে ৯ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর দিল্লী যাত্রা। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে স্বাগত জানান। সমবেত লক্ষ জনতার উদ্দেশ্যে সেখানে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করেন। এরপর ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা।

বঙ্গবন্ধুর আগমনের খবরে উল্লসিত বাংলাদেশ। ঢাকা নগরী লোকারণ্য। বিকেল ৩ টায় বঙ্গবন্ধুর বিমান ঢাকায় নামলে জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে তাকে বহনকারী ট্রাক রেসকোর্সে পৌঁছে। রেসকোর্সের জনসভায় আবেগাপ্লুত ভাষণে বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার আহ্বান। এরপর ফিরে যান পরিজনদের কাছে ধানমণ্ডির ১৮ নম্বর রোডের বাসায়, যেখানে তাঁর পরিবার ৯ মাস দুঃসহ বন্দিজীবন কাটিয়েছেন।

১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নতুন রাষ্ট্রপতি।

পরবর্তী অংশ নবম পৃষ্ঠায়

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি

বঙ্গবন্ধুর সরকারের সামনে পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ বিধ্বস্ত একটি দেশকে গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ। গৃহহীন সম্বলহীন ১ কোটি শরণার্থী ফিরছে দেশে। ১ লক্ষের বেশি মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রসমর্পণ করেন বঙ্গবন্ধুর কাছে। ১২ মার্চ বাংলাদেশ ত্যাগের আগে মিত্রবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে বিদায়ী সালাম জানায়। ৩ মাসের মধ্যে দখল ছেড়ে যাওয়ার এমন নজির ইতিহাসে নেই। ২৬ মার্চ ভারী শিল্প-কারখানা, ব্যাংক-বীমা প্রভৃতি জাতীয়করণের ঘোষণা। বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিহার এবং সর্বজনীন শিক্ষার অঙ্গীকার করে নতুন সরকার। ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা। মার্চে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর। মার্চেই ইন্দিরা গান্ধীর ঢাকা সফর।

৪ নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ।

১৯৭৩

মার্চের নির্বাচনে জয়ী হয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা ও ভাতার ব্যবস্থা। এ-বছরে বঙ্গবন্ধুর জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন ও কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান। জাপান সফর। বিশ্বশান্তিতে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' পদকে ভূষিত।

১৯৭৪

ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যোগদান। সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জাতিসংঘের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের ১২৬টি দেশের স্বীকৃতি।

বাংলাদেশের ১৯ টির মধ্যে ১৭ টি জেলা বন্যায় প্লাবিত। শস্যবিনষ্ট ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে চরম খাদ্যসংকট। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংকটাপন্ন। ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা।

১৯৭৫

২৫ জানুয়ারি সংসদ রাষ্ট্রপতি শাসন পদ্ধতির ব্যবস্থা চালু করে। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি ও মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত।

২৪ ফেব্রুয়ারি সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে সর্বদলীয় মঞ্চ গঠনের ডিক্রি জারি। এর লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দেশগঠন। ৭ জুন বঙ্গবন্ধুকে চেয়ারম্যান করে বাকশালের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঘোষণা।

১৫ আগস্ট প্রথম প্রহরে একদল বিপথগামী সেনা-কর্মকর্তার ধানমণ্ডির বাসভবন আক্রমণ ও বঙ্গবন্ধুকে হত্যা। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা, শিশুপুত্র রাসেলসহ ২ পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামাল, ২ পুত্রবধূ এবং ভাই শেখ নাসেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করে। আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও হত্যা করে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান চিরনিদ্রায় শায়িত হন টুঙ্গীপাড়ায়। বাংলার মুক্তির নায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন আর চিরতরে স্থান করে নিলেন বাঙালির হৃদয়ে।

কৃতজ্ঞতা এআরকে রীপন
ছবি কৃতজ্ঞতা এম.এ.তাহের
মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু
এবং ইন্টারনেট
বিশেষ কৃতজ্ঞতা অরিড প্রেস

মুজিববর্ষে প্রত্যাশা

ড. জেবউননেছা

ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ইতিহাসের পিছন ফিরে তাকাই তাহলে দেখতে পাই বাংলাদেশের স্থপতি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনিই এর গোড়াপত্তন করেন। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে আন্তর্জাতিক টেলি- কমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ টেলিভিশনকে রামপুরায় নিজস্ব টেলিভিশন ভবনে স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৬ মার্চ ১৯৭৫ সাল থেকে রামপুরা টিভি ভবনে নতুন আঙ্গিকে শুরু হয় বিটিভির সম্প্রচার কার্যক্রম। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন পার্বত্য চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র সারাবিশ্বের সাথে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগের সুদূরপ্রসারী ভিত্তি রচিত হয়। আজকে বাংলাদেশের প্রথম ভূ-স্থির যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এটি বেতবুনিয়া থেকেই এর ভিত্তি রচিত হয়েছিল। বর্তমানে ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনকারী দেশের তালিকায় যোগ হয়েছে বাংলাদেশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দিনরাত নিরলস পরিশ্রমের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ১৯৩টি দেশের মধ্যে ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে ১৯৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১১৫তম স্থান দখল করেছে এবং ০.৪৮৬২ স্কোর অর্জন করেছে। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সরকারি সেবা ৯০% পর্যন্ত নিয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকার ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন কাজে ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবস্থা ব্লকচেইন প্রযুক্তি চালু করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। ব্লকচেইন বিশ্বজুড়ে তথ্য আদান-প্রদান অপরিবর্তনীয় এবং নিরাপদ মাধ্যম। এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১-২০২৩ সালের মধ্যে সারাদেশে ৫জি ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়ার কথা অঙ্গীকার করা হয়েছে। সেই সূত্র ধরে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দফতর, উপজেলা, জেলা, বিভাগসহ ১৮ হাজার ৪৩৬টি সরকারি অফিসকে একীভূত নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করা হয়েছে। সরকারিভাবে জাতীয় ডাটা স্টোর স্থাপন করা হয়েছে। চালু হয়েছে ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন। ইতিমধ্যে অনলাইনে খতিয়ান সরবরাহ, ই-নামজারি ও ই-সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা চালু হয়েছে। দেশের সকল আদালতকে তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্কের মধ্যে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অপরাধের দ্রুত ও কার্যকরী বিচার নিশ্চিত করতে রাজধানী ঢাকায় একটি 'সাইবার ট্রাইবুন্যাল' গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই সাত বিভাগীয় শহরে আরও সাতটি ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান। দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার বর্তমান অবস্থা, শুনানির তারিখ, ফলাফল ও পুর্নাঙ্গ রায় নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার প্রক্রিয়া চলছে। পেনশনভোগীদের হয়রানি এড়াতে ব্যাংকের ইএফটির পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

সরকার ২০২৩ সালের মধ্যে আইসিটি খাতে রফতানি আয় ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আমি মনে করি, পরিকল্পিত, জবাবদিহিপূর্ণ সমন্বিত কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই লক্ষ্যমাত্রা ১০ বিলিয়ন ডলারে নির্ধারণ ও অর্জন করা সম্ভব। আর এই অর্জনে দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল পেতে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রধান নিয়ামক।

এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। গত ২২ জানুয়ারি, ২০২০ইং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে 'ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড প্লানিং ল্যাব'-এর সমাপনী অনুষ্ঠান রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল ইন্টিগ্রেটেড ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট প্লাটফর্ম এবং ইউনিভার্সিটি ইউনিফর্ম ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম এর বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করা। উক্ত রিপোর্টটি তৈরি করতে ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিশেষজ্ঞ ৭ দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। সেই কর্মশালা থেকে বেরিয়ে আসে কিছু তথ্য যেমন–৬৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সফটওয়্যার সিস্টেম রয়েছে, ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সফটওয়্যার আপগ্রেড করতে হবে এবং ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনে দুর্বলতা রয়েছে। কর্মশালায় একটি সফটওয়্যার প্রবর্তনের কথা সুপারিশ করা হয় যে, সফটওয়্যার দিয়ে শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের ফলাফল এবং সনদপত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়েও সফটওয়্যার থাকবে। শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষায় নয় প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও গ্রহণ করা হয়েছে নানা পদক্ষেপ। ১২৫টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেইনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। এ বছরের বাজেটে ১৬০টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেইনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা চলমান। এছাড়াও নানামুখী পরিকল্পনায় এগিয়ে যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের গঠনের লক্ষ্যে নীতি বাস্তবায়ন কর্মসূচি।

২০২০ এর মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আইসিটি বিভিন্ন আটটি বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় এনেছে। যেমন–বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট, জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে হলো গ্রাফিক প্রজেকশন, অনলাইনে মুজিববর্ষ, মোবাইল গেম, ও অ্যাপ্লিকেশন দক্ষতা উন্নয়নের প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উদ্যোগ, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের ১০০ প্লাস কৌশলগত পরিকল্পনা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের দশ বছর উদযাপন উপলক্ষে মহাসম্মেলন আয়োজন, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০ আয়োজন ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রদত্ত নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়ন। তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ হান্ড্রেড প্লাস স্ট্রাটেজি গ্রহণের আওতায় আইসিটি বিভাগের বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) বাস্তবায়ন ১০০% করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী অতিরিক্ত ১০০ ঘণ্টা অফিস করবেন। নতুন ১০০টি নাগরিক সেবাকে ডিজিটাল প্লাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য কর্মমসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর বাইরে ১১ হাজার উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে উদ্যোক্তাদের মহাসম্মেলন। দেশে ৫ম বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০২০'। এছাড়া নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আইসিটি বিভাগসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়।

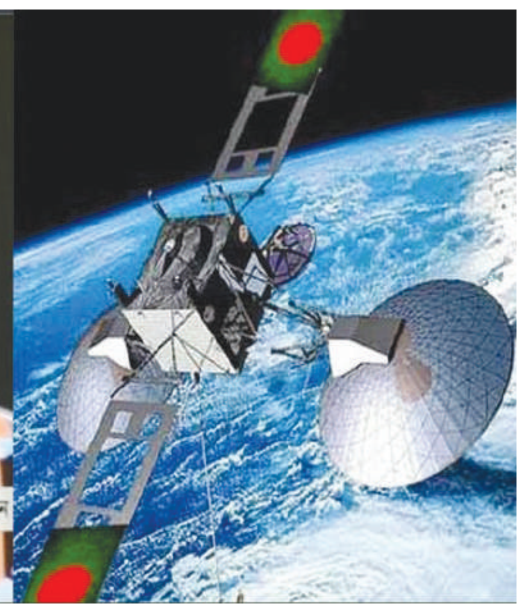

আগামী ২০২১ সালে ওয়াল্ড কংগ্রেস অন ইনফরমেশন টেকনোলজির সম্মেলন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মোট ৮০টি দেশের অংশগ্রহণে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই কংগ্রেসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রূপকল্প -২০২১ কে সামনে রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে তার আপন গতিতে। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ হবে দারিদ্র্যমুক্ত এবং প্রযুক্তিনির্ভর দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। এই রূপকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ২০২১ সালে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। দক্ষমানব সম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন, ই-গভর্নান্স প্রতিষ্ঠা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ভিশন-২০২১ কে সামনে রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সরকারের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ এবং তথ্য প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবস্থার বাস্তবায়নে দেশ ২০৪১ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে মুজিববর্ষে এই প্রত্যাশা। গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে মুজিব শতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে এই প্রত্যাশা করছি।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, লোকপ্রশাসন বিভাগ,
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক,
বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ উদযাপিত

“সত্য মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে তৃতীয় বারের মতো আজ সারাদেশে উদযাপিত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের নেতৃত্বে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমসহ আইসিটি বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ-সময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে সকাল দশটায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিটি জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে শুরু হয়ে খামারবাড়ি হয়ে পুনরায় দক্ষিণ প্লাজায় গিয়ে শেষ হয়। এর আগে বেলুন উড়িয়ে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী র‍্যালির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

র‍্যালিপূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এতে সভাপতিত্ব করেন। রং-বেরঙের ফেস্টুন, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, বেলুনসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সর্বস্তরের জনগণ উক্ত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

দিবসটি উপলক্ষে দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহে আলোচনা সভা ও শোভাযাত্রাসহ নানান কর্মসূচি পালিত হয়।

বার্তা প্রেরক শহিদুল আলম মজুমদার
তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

‘স্টার্টআপ বাংলাদেশ’ ও কম্বোডিয়ার NIPTICT-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

নিউজ ডেস্ক

২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর কম্বোডিয়া সফরকালে দুই দেশের মধ্যে Co-operation in the field of Information and Communication Technology বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী গঠিত হয় একটি জয়েন্ট ওয়র্কিং গ্রুপ (JWG) যা ই-গভার্নমেন্ট, ই-পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি, ই-লার্নিং, টেলিমেডিসিন, সাইবার সিকিউরিটি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বেস্ট প্রাকটিসগুলো বিনিময় করার মাধ্যমে দুই দেশের আইসিটি খাতের উন্নয়নে কাজ করবে। এরই সূত্র ধরে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যকার আইসিটি খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০ জানুয়ারি ২০২০ সোমবার “স্টার্স্টআপ বাাংলাদেশ-iDEA”-এর সাথে কম্বোডিয়ার “ন্যাশনাল ইনস্টিটিটিউট অব পোস্টস্, টেলিকমস্ অ্যান্ড আইসিটি (NIPTICT)”-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারকের তথ্যানুযায়ী দুই দেশ একে অপরকে স্টার্টআপ সাংস্কৃতি তৈরিতে সহযোগিতা করবে। সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন, ডিজিটাল ট্যালেন্ট ও শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, শর্ট-টার্মভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন–কনফারেন্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, শিক্ষা সফর, কম্বোডিয়ার তথ্য ও প্রযুক্তি বিয়য়ক স্টার্টআপকে বিনিয়োগ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করবে দুই পক্ষ।

“স্টার্টআপ বাাংলাদেদশ- iDEA”-এর পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন iDEA প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সৈয়দ মজিবুল হক এবং কম্বোডিয়ার পক্ষে NIPTICT-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হেন স্যামবওয়েন। এছাড়া “ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি, বাংলাদেশ”-এর সাথে কম্বোডিয়ার “কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (CamCERT)”-এর মধ্যে আরো একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ঐদিন।

রাজধানীর আগারগাঁও আইসিটি টাওয়ারে একটি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে কম্বোডিয়ার পক্ষে পোস্টস্ অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস্ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি অব স্টেট কান চ্যানমেতা এবং বাংলাদেশের পক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি উক্ত সমঝোতা স্মারকদ্বয়ের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। ICT Development Index 2017-এ কম্বোডিয়ার অবস্থান ১২৮, যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৭। এ ক্ষেত্রে উভয় দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, B2B Bridging, বাংলাদেশের ICT Sector এর success stories প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়নে একসাথে কাজ করা যেতে পারে বলে মনে করছেন কম্বোডিয়া ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ।

কম্বোডিয়া পোস্টস্ অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস্ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি অব স্টেট কান চ্যানমেতা-এর বাংলাদেশে দুইদিনের এই সফরে সফরসঙ্গি ছিলেন টল ন্যাক (ডিরেক্টর জেনারেল, টেলিকম), চুন ভাট (ডিরেক্টর জেনারেল, আইসিটি), হেন স্যামবওয়েন (ভাইস প্রেসিডেন্ট, NIPTICT) এবং ভিথ ডিউথ (অফিসার, সেক্রেটারিয়েট অব বোর্ড অব ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যান্ড রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, পোস্টস্ অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস্ মিনিস্ট্রি)।

এই সফরে তাঁরা বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের সাথে সভাসহ আইল্যাব, CIRT, হাইটেক পার্ক ও ফোর টিয়ার ডেটা সেন্টার ভ্রমণ করেন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

উল্লেখ্য, তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে উক্ত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের এটিই ১ম সভা।

বঙ্গবন্ধু কী করেছিলেন আমাদের জন্য

মুনতাসীর মামুন

ভাবিনি মুজিববর্ষ দেখে যাব। ভাবিনি, এরকম বাংলাদেশ দেখে যাব। না, ভাবার কারণ, আমাদের জেনারেশনের গত শতকের ষাটের দশক থেকে এক ধরনের ভায়োলেন্সের মধ্যে দিন যাপন করেছি এবং এখনো করছি। এ পরিস্থিতিতে মৃত্যু যে কোনো সময় হাজির হতে পারে। কিন্তু সে মৃত্যু এখনো এগিয়ে যেতে পেরেছি। বঙ্গবন্ধুর উত্থান বিকাশ মৃত্যু—সব শেখ মুজিববর্ষ আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। এক জীবনে এত কিছু দেখা। ইতিহাসের সাক্ষী হওয়া সবার ভাগ্যে জোটে না। আর যে বাংলাদেশে দেখেছি, অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধার্ত সে দেশে তারই কন্যার হাত ধরে দেখছি পদ্মা সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে।

বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফেরেন, তখন অনেকে বলেছিলেন, তিনি যেন প্রধানমন্ত্রী না হন। তিনি থাকবেন সবার অভিভাবক হয়ে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যারা দেখেনি তাদের বোঝানো যাবে না বাংলাদেশের অবস্থা তখন কী ছিল? আসলে কিছুই ছিল না, ছিল ভায়োলেন্স, খাদ্যাভাব, বিশৃঙ্খলা। সবাই স্বাধীন। এ মনোভাব যখন সবার তখন কি মুজিব ছাড়া কেউ পারতেন সেই বাংলাদেশ শাসন করতে? বাঘের পিঠে সওয়ার হতে? পারতেন না। ভারতীয় সৈন্য ফেরত যেত, যেত না। এখনো জার্মানি, জাপান, কোরিয়া থেকে মর্কিন সৈন্য যায়নি। ৭০ বছর হয়ে গেল। অস্ত্র কি জমা পড়তো? পড়তো না। স্বীকৃত কি এত সহজে আসতো? আসতো না। অনেকে বলেছেন, তিনি ভালো প্রশাসক ছিলেন না। কেন ছিলেন না, সে প্রশ্নের জওয়াবও তারা দিতে পারবেন না। আমিতো গবেষণা করে দেখেছি, আজকের বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান, বেসিক আইন তিনিই করে দিয়েছিলেন।

আজ বাংলাদেশে যত প্রতিষ্ঠান কার্যকর দেখছি এবং অনেক আইন ও পুনর্বাসন প্রকল্প বঙ্গবন্ধু সরকারেই গ্রহণ করেছিল। আমরা সেগুলো বেমালুম ভুলে গেছি। একদিক শূন্য থেকে দেশ গড়া, আন্তর্জাতিক চাপ, মানুষের মহাপ্রত্যাশা সব মিলে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু তার মধ্যে এইসব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি গড়া হয়েছিল। আমি এখানে তার ৮৫ টির তালিকা দিচ্ছি—

বঙ্গবন্ধুর সরকার আমলে গৃহীত পদক্ষেপ:

০১. অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ জারি, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২, বাংলা ২৭ পৌষ, বা ১৩৭৮
০২. আদমজী জুট মিল উদ্বোধন, ১৯৭২, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
০৩. আমদানি নীতি ঘোষণা, ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল
০৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন, ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট-১৯৭৫, পাস হয় ১৪ জুলাই ১৯৭৫
০৫. গণপরিষদ অধিবেশন জারি, ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল
০৬. গণপরিষদ আদেশ জারি, ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ
০৭. চতুর্থ সংশোধনী, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫
০৮. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ গঠন, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২
০৯. জাতীয় পতাকা চূড়ান্তকরণ, ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি
১০. জাতীয় রক্ষীবাহিনী, ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ
১১. জাতীয় সংগীত চূড়ান্তকরণ, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২
১২. জাতীয়করণ, ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ
১৩. তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন, ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর
১৪. তৃতীয় সংশোধনী, ২৮ নভেম্বর ১৯৭৪
১৫. বাকশাল, ১৯৭৫ সালের ৬ জুন
১৬. দ্বিতীয় সংশোধনী, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
১৭. নির্বাচন কমিশন আদেশ জারি, ২৩ মার্চ ১৯৭২ সালে প্রদত্ত এবং সরকারি হ্যান্ড আউটে
১৮. ন্যাশনাল ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের নির্দেশ, ১২ জানুয়ারি ১৯৭৩
১৯. পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রসঙ্গ, ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১৬ নম্বর আদেশবলে
২০. পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৩টি জেলায় বিভক্ত ১৯৭৫, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৫
২১. প্রথম জাতীয় শোক দিবস, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২
২২. প্রথম বাংলায় গেজেট প্রকাশ, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২
২৩. প্রথম বাজেট, ১৯৭৩ সালের ২ জুন
২৪. বাংলাদেশ সরকার (চাকরি) আদেশ ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ, ১৯৭২)
২৫. বাংলাদেশ সরকার (চাকরি বাছাই) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ৬৭নং আদেশ, ১৯৭২)
২৬. বাংলাদেশ সরকার (চাকরি বাছাই সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ৯২নং আদেশ, ১৯৭২)
২৭. প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্ অর্ডিন্যান্স বাতিল, ২৮ আগস্ট ১৯৭৩
২৮. বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২
২৯. বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি, ১৯৭৩
৩০. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ, ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ ৩২-এর মাধ্যমে
৩১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ২৭নং আদেশবলে ১৯৭৩ সালে
৩২. বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন, ১৭ এপ্রিল ১৯৭২
৩৩. বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ, ১৯৭২, ২৪.০১.১৯৭২
৩৪. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, ১৯৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি

এরপর এগারো পৃষ্ঠায় দেখুন

বঙ্গবন্ধু কী করেছিলেন আমাদের জন্য

দশ পৃষ্ঠার পর

৩৫. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে
৩৬. বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ৮ অক্টোবর
৩৭. বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশ পাস, ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৬, ১৯৭২)
৩৮. বাংলাদেশ ভূমি মালিকানা (সীমিতকরণ) আদেশ ১৯৭২, রাষ্ট্রপতির ৯৮নং আদেশবলে
৩৯. বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, ১৯৭৪ সালের ১১ জানুয়ারি কুমিল্লায়
৪০. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি
৪১. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ১২৯নং আদেশবলে
৪২. বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল, ১৯৭২ সালের মার্চ
৪৩. বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী (অবসর) আদেশ ১৯৭২
৪৪. বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ জারি, ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি
৪৫. বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ৭নং আদেশবলে
৪৬. বাংলাদেশ হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার আদেশ ১৯৭২, ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি
৪৭. বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১২৬নং আদেশবলে
৪৮. বীমা কর্পোরেশন আদেশ জারি, ২৬ মার্চ ১৯৭২
৪৯. বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন ও বঙ্গবন্ধু, ১৯৭২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি
৫০. বেতবুনিয়া উপকেন্দ্র স্থাপন, ১৪ জুন ১৯৭৫
৫১. মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর, রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯৫
৫২. মুক্তিযুদ্ধের পদক প্রদান, ১৫.০১.১৯৭৩
৫৩. মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব, ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর
৫৪. যৌথ নদী কমিশন, ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে
৫৫. রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২
৫৬. রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ, ৫ আগস্ট ১৯৭২, রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৯৫
৫৭. শিপিং কর্পোরেশন গঠন, ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি
৫৮. শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৭৪ সালে ৩১নং ১৯৭৪ অ্যাক্টের
৫৯. সংবিধানের প্রথম সংশোধনী, ১৫.০৭.১৯৭৩
৬০. সরকারি অফিসে বিলাসিতা বন্ধে নির্দেশ, ১৯৭২, দৈনিক আজাদ, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
৬১. সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য নির্দেশ, ১৯৭২ সালের ২৫ এপ্রিল
৬২. সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠন, ১৯৭২, ০৬.০৩.৭২, ০৮.০৪.৭২
৬৩. সস্তায় রেডিও-টিভি দেওয়ার ব্যবস্থা, ২ জুলাই ১৯৭৫
৬৪. সিভিল সার্ভেন্ট ট্রেনিং একাডেমি স্থাপন, দৈনিক পূর্বদেশ, ৯ এপ্রিল ১৯৭৩
৬৫. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বেতন কমিশন, ১৯৭২ সালের ১৩ জুলাই
৬৬. প্রশাসন ও চাকরি পুনর্গঠন কমিটি, ১৯৭২ সালের ১৫ মার্চ
৬৭. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), ১৯৭৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর
৬৮. বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ, ১৯৭২
৬৯. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি
৭০. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (বিমক), ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশবলে
৭১. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ১৯৭২ সালের ৪৬নং আদেশবলে
৭২. ঢাকা কর্পোরেশন সৃষ্টি, ১৯৭৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি
৭৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩
৭৪. ঘোড়দৌড় নিষেধ করে আদেশ, ১৯৭২ সালের ১৫ জানুয়ারি
৭৫. আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩ সালের ১৯ জুলাই
৭৬. জাতীয় প্রতীক, ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি
৭৭. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ১৯৭৩
৭৮. সাধারণ ক্ষমা, ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর
৭৯. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষ্টি ইনস্টিটিউট, ১৯৭৩
৮০. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৩৪নং আদেশবলে
৮১. শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, ১৯৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর
৮২. বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, ১২৮, ১৯৭২-এর অধীনে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর
৮৩. শিশু আইন, ১৯৭৪ সালের ২২ জুন চিল্ড্রেন অ্যাক্ট
৮৪. ২৯ ব্যাংক বীমা কোম্পানি সরকারি খাতে গ্রহণ, ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি
৮৫. ২৩ মার্চ '৭১ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছুটি

এছাড়া, তেল গ্যাস উত্তোলনের নীতি, স্থল, জল-এর সীমা নির্ধারণ, ছিটমহল বিনিময়, স্বাধীন নির্জোট পররাষ্ট্র নীতি। কতো বলব! আমরা এগুলো ভুলে গেছি। আমিতো মনে করি বাংলাদেশ সৃষ্টিই শুধু নয়, এই রাষ্ট্র যাতে টিকে থাকে এবং শক্ত ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে সে ব্যবস্থাও তিনি করে গিয়েছিলেন। আত্মবিশ্বাস আর সাহসও ছিল তাঁর। দলের ব্যাপ্তি, মানুষের প্রতি ও নিজের প্রতি আস্থা তা আরো বাড়িয়েছিল। সে কারণে ছয় দফাকে এক দফা পরিণত করতে পেরেছিলেন। আর এটিই ছিল তাঁর অস্পষ্ট ছবি বা স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে যে তিনি অবিচল ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস ছিল তা ফুটে ওঠে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময়। ১৯৭২ সালে, পাকিস্তান থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশে ফিরলেন শেখ মুজিব।

এখন তাঁর ভূমিকা আর আন্দোলনকারীর নয়। এখন তার ভূমিকা যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন 'সোনার বাংলা'র তা পূরণ করার এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত সে লক্ষেই অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছেন। ঐ সময়ের মধ্যেই দেশের পুনর্গঠন শুরু হয় এবং আমরা সংবিধান লাভ করি।

বঙ্গবন্ধু বা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল দেশকে একটি সংবিধান প্রদান। আর কোনো দেশে এরকম একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এত দ্রুত একটি সংবিধান প্রদান সম্ভব হয়েছে বলে জানা নেই। এ সংবিধানে রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছিল, তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা খানিকটা র‌্যাডিক্যালও বলা যেতে পারে। সংবিধানের মূলনীতিসমূহ ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। মূলত মুক্তিযুদ্ধ যে ক'টি কারণে হয়েছিল সংবিধানের মূলনীতিতে তাই বিধৃত হয়েছিল বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতা। যে কারণে, প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রথমেই মূলনীতিসমূহ, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আঘাত হেনেছিল। এছাড়া সংবিধানে বিস্তৃত হয়েছিল একজন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ, রাষ্ট্রের দর্শন। অন্যকথায় এভাবে বিষয়টি দেখা যেতে পারে, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। আর ১৯৭২ সালের সংবিধান বিধৃত হয়েছিল সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহ। এককথায় এই সংবিধান বাংলাদেশে সিভিল সমাজের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে পত্তন করতে চেয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব আমি মনে করি এ সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিত, তা হলো রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ধর্মমাশ্রিত রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধকরণ। সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী রাষ্ট্র ছাড়া আর কোনো রাজনীতিবিদ এমন কাজ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। আর 'ধর্ম' যেভাবে এখন অধর্মের ভিত্তিতে গ্রাস করছে সবাইকে তাতে মনে হয় এ সাহস আর কেউ দেখাতে পারবে না।

শেখ মুজিবের হত্যার প্রায় তিন দশক পর মানুষ আবার অনুভব করেছে, শেখ মুজিব কী ছিলেন। কেন তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পেয়েছিলেন। মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে, তিনি বাঙালিকে বড় করতে চেয়েছিলেন, আর মানুষকে বড় করার একটি পথ নিরস্ত্র মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া। তাঁর হত্যার পর কতদল ও কতজন শাসন করলো বাংলাদেশ কিন্তু মানুষের মন থেকে তো তাকে মোছা গেল না, যে চেষ্টা এখনো অব্যাহত। কারণ, আজ আমরা দেখছি, আমরা একবারই সে মর্যাদা পেয়েছিলাম, সে পথ একবারই উন্মুক্ত হয়েছিল আমাদের জন্য ১৯৭১ সালে, যখন শেখ মুজিবুর রহমান নামে একজন নিরস্ত্র বাঙালির নেতৃত্বে আমরা সব ধরনের সশস্ত্রদের হটিয়ে দিয়েছিলাম।

এজন্য আমি গর্বিত, আমার উত্তরসূরিও হবে গর্বিত। বাঙালি ও বাংলাদেশ নামটিই বেঁচে থাকবে সে জন্য।

কৃতজ্ঞতা : **ভোরের কাগজ**

সিলেট

সরকার দেশকে শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে প্রযুক্তিনির্ভর করতে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে

.........আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ডেস্ক রিপোর্ট

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, বর্তমান সরকার তরুণ প্রজন্মকে কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে হাইটেক পার্ক ও আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশে বর্তমানে ২৮ টি হাইটেক পার্কের কাজ চলমান রয়েছে। এছড়া ৮টি শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলায় হাইটেক পার্ক ও শেখ কামাল ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী সিলেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্কে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রকল্পের উদ্যোগে 'প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাইটেক পার্কের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তৃতায় একথা বলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট-এর উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, সিলেট বিভাগীয় কমিশনার মশিউর রহমান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কল সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো)-এর সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ হোসেন, জেলা প্রশাসক কাজী এমদাদুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক সিলেট-এর প্রকল্প পরিচালক গোলাম সারোয়ার ভূঁইয়াসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

শেরপুর

শেরপুর জেলায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে ক্বওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের আইটিতে সম্পৃক্তকরণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষে শেরপুর জেলায় ১০০জন ফ্রিল্যান্সার তৈরির উদ্যোগের আওতায় ক্বওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের আইটিতে সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পের ৯০ দিনব্যাপী বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ৪ মার্চ বুধবার সকালে জেলা প্রশাসনের তুলশীমালা সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ওই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক আনার কলি মাহবুব। ওই সময় তিনি মাদ্রাসার ছাত্রদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটি খুবই ভালো উদ্যোগ।

যা মাদ্রাসা ছাত্রদের বেকারত্ব দূরিকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। মাদ্রাসার ছাত্ররা শুধু ইমামতি বা শিক্ষকতা ছাড়াও যাতে প্রযুক্তিগত বিষয়ে দক্ষ হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারেন–এটিই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নমিতা দে'র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রকল্পের প্রশিক্ষক হাফেজ মাওলা মোঃ মিনহাজ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন, মান্যবর জেলা প্রশাসক আনার কলি মাহবুব, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ফখরুল মজিদ খোকন, তেরাবাজার জামিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসার মোহতামিম মাওলানা সিদ্দিক আহমাদ, প্রেসক্লাব সভাপতি শরিফুর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় শেরপুর-এর প্রোগ্রামার প্রকৌশলী মোছাঃ উম্মে মারজিয়া। সহকারী কমিশনার আইসিটি সাদিক আলসাফিন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ প্রশিক্ষণের কোর্সসমূহ হচ্ছে–কম্পিউটার বেসিক, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন এবং ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং। এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন মাদ্রাসার ১২০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে।

শিশুদের নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সভা

শিশুদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এক সভা গত ২৩ ফেব্রুয়ারিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন। আইসিটি বিভাগ ও আইসিটি অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিশুদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট জন্য সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিমন্ত্রী শিশুদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে জনসচেতনতা তৈরি করতে বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

লালমনিরহাট

'পাঁচ বছরের মধ্যে ১০ লাখ যুবকের আইসিটিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে'

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল। আর এর সবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে। দেশ তথ্য প্রযুক্তির মতো এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে দশ লক্ষ বেকার যুবকের আইসিটিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার বড়খাতায় বাংলাদেশ-তুরস্ক কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন শেষে বড়খাতা কলেজে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

লালমনিরহাট-১ আসনের এমপি মোতাহার হোসেন সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পলক আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না আর শেখ হাসিনা না থাকলে দেশের এতো উন্নায়ন হতো না। বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত এইচ. ই মুস্তাফা ওসমান তুরান বলেন, বাংলাদেশকে আমরা বন্ধু মনে করি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুবই ভালো মানুষ। তিনি দিন-রাত দেশ উন্নয়নে কাজ করছেন। আমরা এখানে যে ইনস্টিটিউট করছি তা দেশের নারী ও তরুণদের এগিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাজশাহী

রাজশাহী জেলায় শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর ও ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম গত ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে রাজশাহী জেলায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক, রাজশাহী' প্রকল্প, শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেটর ও ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাইটেক পার্কের পরিচালক(অর্থ ও প্রশাসন) এ এন এম সফিকুল ইসলাম(যুগ্ম সচিব), প্রকল্প পরিচালক এ কে এ এম ফজলুল হক(উপসচিব), শাহানা জামান(উপসচিব) ও রাজশাহী জেলার কর্মকর্তাগণ।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

এন. এম. জিয়াউল আলম পিএএ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা বিনির্মাণের। তাঁরই নেতৃত্বে ২৩ বছরের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ১৯৭১ সালের মার্চে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নেয়। নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তিনি স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী নেতা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো যেখানে তাঁর অগ্রাধিকারে থাকার কথা সেখানে এসব চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান দেন তথ্য-প্রযুক্তির সম্প্রসারণকে। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যেই তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন শুরু করেছিলেন।

রাষ্ট্র পরিচালানায় বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জাতির পিতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। উল্লেখ্য যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৃতীয় শিল্প-বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধু দেখলেন তৃতীয় শিল্প-বিপ্লব বা ডিজিটাল বিপ্লবের সম্ভাবনা ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার কোনো কোনো দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছে গেছে। পাশাপাশি ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কার এ বিপ্লবের গতি, প্রভাব ও ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করেছে। জাপান, চীন, কোরিয়াসহ এশিয়ার কিছু কিছু দেশ তৃতীয় শিল্প-বিপ্লবের আবির্ভাব থেকে সৃষ্ট সুযোগকে কাজে লাগাতে শুরু করে। রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এ সময় এ ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদ্যোগের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ। জাতিসংঘের ১৫টি সংস্থার মধ্যে আইটিইউ সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ, স্যাটেলাইটের অরবিট/ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ ও নীতিমালা প্রণয়নে সমন্বয় করে থাকে। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আইটিইউ-এর সদস্য হয়। এরই ধারবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইট আর্থ-স্টেশন স্থাপন করেন। স্যাটেলাইট আর্থ-স্টেশন স্থাপন প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ ও স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশের ভিত্তি রচনা করে। সর্বোপরি ডিজিটাল বিপ্লবে শামিল হওয়ার পথ সুগম করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এমনি একজন দূরদর্শী নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পঁচাত্তর পরবর্তীতে প্রতিক্রিয়াশীল ধারার সরকারগুলো বঙ্গবন্ধুর চিন্তাপ্রসূত উদ্যোগগুলো এগিয়ে না নিয়ে বরং উল্টো পথে প্রতিক্রিয়াশীল ধারায় দেশকে পরিচালিত করে। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে বাংলাদেশে বহু আগেই ডিজিটাল রূপান্তর ঘটতো। বাস্তবায়িত হতো জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধুর গৃহীত ও বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোই প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল প্রেরণা। যা বাস্তবায়ন করছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোবাইল কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণসহ আইটি সেক্টরে বেশকিছু বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ৫ বছর পর এর ধারাবাহিকতাও বিনষ্ট হয়।

আজ থেকে এগারো বছর আগে ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের নির্বাচনী ইশতেহার দিন বদলের সনদ 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেন। এ রূপকল্পের মূল উপজীব্য ডিজিটাল বাংলাদেশ। জননেত্রী শেখ হাসিনার আধুনিক চিন্তা এবং খ্যাতিমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে উৎসারিত এই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের অঙ্গীকার করা হয়। এ ঘোষণা দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুণদের মনে অভূতপূর্ব জাগরণ তোলে।

২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অগ্রাধিকার বিবেচনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু হয়। ১১ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশনকে ঘিরে নেওয়া অধিকাংশ উদ্যোগের বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটে। ৩ হাজার ৬শ'টি ইউনিয়ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় আনা হয়েছে। আরও ২শ' ইউনিয়ন ফাইবার অপটিক ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় আসবে।

দেশের ২৮টি স্থানে নির্মাণ করা হচ্ছে ২৮টি হাইটেক পার্ক। ভবিষ্যতে এ পার্কগুলো হবে ডিজিটাল অর্থনীতির লাইফ-লাইন। ইতিমধ্যে নির্মিত ৩টি হাইটেক ও সফটওয়্যার পার্কে ১০৮টি প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ২শ' ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। আর বেসরকারি বিনিয়োগ হয়েছে ৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ১৬ কোটি ৪১ লক্ষ ৭০ হাজারে উন্নীত হয় (অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত)। একই সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ কোটি ৯৫ লক্ষ ৬৫ হাজারে। দেশে ৫ হাজার ৮শ' ৬৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়। ৬শ'রও বেশি সেবা ডিজিটালাইজ করা হয়। শুধুমাত্র ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকেই এক দশকে মানুষকে ৪৬ কোটি সেবা দেয়া হয়। উদ্যোক্তারা আয় করে ৩শ' ৯৬ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের সদস্য হয়। দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যালোইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকার গ্রহণ করেছেন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতি-কৌশল। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। আর্থিক প্রযুক্তির বর্ধিত ও বহুমাত্রিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে শক্ত অবস্থান তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের শক্তিশালী অবস্থানের তথ্য উঠে এসেছে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডবিউইএফ) সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে বলা হয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ শক্তিশালী অবস্থনে রয়েছে। ডবিউইএফ প্রতিবেদন অনুসারে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকে (আইডিআই) দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ৩৪ তম। বাংলাদেশের পরে রয়েছে ভারত (৬২), পাকিস্তান (৫২) ও শ্রীলঙ্কা (৪০)।

ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে জাতিসংঘের ই-গভর্মেন্ট সূচকে বাংলাদেশের বড় উত্তরণ ঘটে ২০১৮ সালে। জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের ই-গভর্মেন্ট কার্যক্রম নিয়ে দুই বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা শেষে ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, ডেভেলপমেন্ট সূচকে বাংলাদেশ এগিয়েছে ৯ ধাপ আর ই-পার্টিসিপেশন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের ৩৩ ধাপ উন্নতি হয়। ১৯৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫তম। আর ই-পার্টিসিপেশন (ইপিআই) সূচকে ৪১তম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে ডিজিটাল বিপ্লবে সামিল হওয়ার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর দূরদর্শিতা ও চিন্তাশক্তির প্রখরতা দেখে এটা নিশ্চিতই বলা যায়, তিনি জীবিত থাকলে অনেক আগেই ডিজিটাল বিপ্লবের সুফল ঘরে তুলে বাংলাদেশকে তাঁর স্বপ্ন অনুযায়ী সোনার বাংলায় পরিণত করতেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভিশন ২০২১'-এর ঘোষণা দিয়ে তাঁর বাস্তবায়ন করছেন। তাঁকে সহায়তা করছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইটি বিশেষজ্ঞ সজীব ওয়াজেদ জয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। তাই তিনি চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের অভিঘাত মোকাবিলা এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে নানা উদ্যোগের বাস্তবায়ন করছেন। তাঁরই নেতৃত্বে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাইজেশন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশ এখন চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব ও অগ্রসরমান প্রযুক্তিতে অংশ নিয়েছে এবং অবদান রাখছে।

লেখক : **সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ**

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ধারায় ডিজিটাল বাংলাদেশ

এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন

বঙ্গবন্ধু, যে মানুষটির জন্ম না হলে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকত না। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের সর্বদা সোচ্চার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবনের সূচনা হয় ১৯২০ সালে ১৭ মার্চ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জীবনাবসান ঘটে এই মহান নেতার।

সংগ্রামী এ জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন গণমানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে। তারই নেতৃত্বে দেশবিভাগোত্তর সময় হতে শুরু হওয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহ ১৯৭১ সালে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হন এবং লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পা রাখেন তাঁর স্বপ্নের ভূমি বাংলাদেশে। সেদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে পুনর্গঠনের।

মুক্তিযুদ্ধ পর পর বিপর্যস্ত দেশকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরির কোন বিকল্প নেই বঙ্গবন্ধু এ সত্যটি নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান দেন তথ্য-প্রযুক্তির সম্প্রসারণকে। তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার অল্প কয়েকবছরের মধ্যে প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ এর বাস্তব রূপ দান করার লক্ষ্যে নিয়েছিলেন বিভিন্ন পদক্ষেপ। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল বিপ্লবে শামিল হওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্য হয়। জাতিসংঘের ১৫টি সংস্থার মধ্যে আইটিইউ সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ, স্যাটেলাইটের অরবিট/ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ ও নীতিমালা প্রণয়নে সমন্বয় করে থাকে। আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইট আর্থ-স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি রচনা করেন।

বঙ্গবন্ধুর গৃহীত ও বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোই প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল প্রেরণা। তিনি যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন তার বাস্তবায়ন করছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ডিজিটাল বাংলাদেশ নামক শব্দ দুটির সাথে দেশের মানুষের প্রথম পরিচয় হয় ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর সহায়তায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" পরিকল্পনা উন্মোচন করেন। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো–২০২১ সালের মধ্যে প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর বাংলাদেশ নির্মাণ। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে এ পরিকল্পনাকে উচ্চাভিলাষী মনে হলেও বর্তমানে এ এক দৃশ্যমান বাস্তবতা।

বিগত এক দশকে প্রযুক্তি নির্ভর দেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক দূর। ক্রমবর্ধমানহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা। বর্তমানে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯ কোটি ৯৫ লাখ ৬৫ হাজার। মানুষের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ব্যবহার ও সেবা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭, ২য় সাবমেরিন ক্যাবল এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ২য় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের কারণে বাংলাদেশ বর্তমানে ফোরজি সেবা উপভোগ করছে। প্রযুক্তি মানুষের দোরগোড়ায় নিরাপদভাবে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চালু করা হয় মোবাইল ফোনের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন।

আইসিটি খাতকে সরকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। তরুণ জনশক্তিকে প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বেসরকারি সংস্থা যারা আউটসোর্সিং-এর কাজ করে তাদের পাশাপাশি সরকার নানাধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইসিটি খাতে উদ্দোক্তা তৈরির লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ ফ্রিল্যান্সার টু অন্ট্রেপ্রেনর প্রোগ্রামের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider, Ges women Call Center Agent-এ তিনটি ক্যাটাগরিতে বৃহত্তর ২১ টি জেলায় ১০,৫০০(দশ হাজার পাঁচশত) জন নারীকে প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশীপ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ফ্রিল্যান্সারদের জন্য দ্রুত গতি সম্পন্ন বিশেষ ইন্টারনেট সেবা দেয়ার পরিকল্পনা করছে। এই খাত কে আরও উৎসাহ দিতে আইসিটি বিভাগ বার্ষিক আন্তর্জাতিক বিপিও সম্মেলন এর আয়োজন করে। গ্রামীণ জনপদে আধুনিকায়নের সুফল পৌঁছে দিতে স্থাপন করা হয়েছে ডিজিটাল সেন্টার। ইউনিয়ন পৌরসভা সহ ৫ হাজার ৮শ ৬৫ টি ডিজিটাল সেন্টার ও ৪৬৫০০ ওয়েবসাইটের জাতীয় তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য ও সেবা পৌঁছে গেছে মানুষের দোরগোড়ায়। শুধুমাত্র ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে এক দশকে গ্রামের মানুষদের ৪৬ কোটি সেবা দেয়া হয়েছে। মানুষের সময়, খরচ ও যাতায়াত ব্যয় কমেছে। উদ্যোক্তারা আয় করে ৩শ' ৯৬ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যালোইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের সদস্য হয়। দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যালোইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আইসিটি'র সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নির্মাণসহ নির্ভরযোগ্য কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামূখী কার্যক্রম পরিচালনায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নে সারাদেশে ২৮ টি হাইটেকপার্ক, আইটি পার্ক, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে যশোর শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং গাজীপুরে কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি নির্মাণ করা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে ফোর টিয়ার ডেটা সেন্টার। টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইনোভেশন, ডিজাইন, এন্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ একাডেমী (IDEA) স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষা খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সারাদেশে বিভিন্ন স্কুল কলেজে স্থাপন করা হয়েছে "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব"।

বাংলাদেশ e-Government Development Ranking-এ ২০১৮ সালে ৯ধাপ এগিয়ে ১১৫তম অবস্থানে পৌঁছেছে। আর ই-পার্টিসিপেশন (ইপিআই) সূচকে ৪১তম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। জনমুখী, দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা ই-নথি কার্যক্রম প্রবর্তন করেছি। এ ছাড়াও কম খরচে, স্বল্প সময় এবং কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে চালু করা হয়েছে ই-নামজারি, ই-পেমেন্ট, ফরম পোর্টালসহ বিভিন্ন অনলাইন সেবা।

জরুরি, জন গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সেবার মোবাইল অ্যাপস পস্তুত করে জনগণের হাতের মুঠোয় সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের জনগণ এখন ঘরে বসেই জমির পর্চা হাতে পায়, কিনতে পারে রেলের টিকিট, জানতে পারে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল। জাতীয় তথ্য বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন, কৃষক বাতায়ন ইত্যাদি ওয়েবসাইট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সহজপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়েছে। ই-কমার্স প্রসারে লেনদেন সহজ করার জন্য ইন্টার-অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্লাটফর্ম (আইডিটিপি) ডেভেলপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগনের তথ্য বিষয়ক অভিযোগ সমূহ নিস্পত্তির জন্য চালুকৃত কলসেন্টার ৯৯৯ এবং ৩৩৩ বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতিকারে কলসেন্টারগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অভিঘাত মোকাবেলা এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। তাঁকে সহায়তা করছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইটি বিশেষজ্ঞ সজীব ওয়াজেদ জয়। ডিজিটাল বিপ্লবের সুফল ঘরে তুলে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হচ্ছে।

লেখক : **মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর**

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) প্রকাশক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ উপদেষ্টা এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক
সম্পাদক মো: রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও সেলিম রেজা সেন্টু নির্বাহী সম্পাদক আমিরুল ইসলাম প্রচার সম্পাদক মো: ফিরোজ সরকার যোগাযোগ আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
ডিজাইন ও মুদ্রণ মুঠোফোন ০১৭১৩ ৮২২ ১০২ ই মেইল shakuntala.bangladesh@gmail.com